কুরআনের বাণী ও আমাদের করণীয়

কাজী মোঃ মোরতুজা আলী

কুরআনের বাণী ও আমাদের করণীয়

কাজী মোঃ মোরতুজা আলী

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.amarboi.org

কুরআনের বাণী ও আমাদের করণীয়

কাজী মোঃ মোরতুজা আলী

প্রকাশক

এসএম রইসউদ্দিন

পরিচালক (প্রকাশনা)

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

প্রধান কার্যালয়

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০

ফোন- ৬৩৭৫২৩ মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০২

মতিঝিল কার্যালয়

১২৫ মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০০

পিএবিএক্স- ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০১

প্রকাশকাল

একুশে বইমেলা ২০১৪

মুদ্রণে

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫ মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০০ পিএবিএক্স: ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

প্রচ্ছদ

আরিফুর রহমান

মূল্য : ১০০.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০

ফোন-৬৩৭৫২৩, মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০২

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

ফোন-৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪, মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০১

১৫০-১৫২ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫ ফোন-৯৬৬৩৮৬৩

৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০-ফোন-৯৫৭৪৫৯০

QURANER BANI O AMADER KORONIO: Written by Kazi Md Mortuza Ali, Published by: S.M. Raisuddin, Director (Publication) Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000.

Price: 100 Tk. US $: 3.00 ISBN. 984-70241-0069-6

www.amarboi.org

উৎসর্গ

আমার জীবন সাথী লায়লা নাসরীনকে

www.amarboi.org

প্রকাশকের কথা

লেখক কাজী মোঃ মোরতুজা আলী একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, গবেষক ও ইসলামী চিন্তাবিদ। কুরআনের মর্মবাণী উপলব্ধি করে তা নিজের জীবনে প্রয়োগ করার তাগিদ অনুভব করে সর্বস্তরের মানুষের নিকট সহজ সরল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন তার এই বইটিতে।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ দেশ-জাতি বিনির্মাণে এরকম সহায়ক গ্রন্থ প্রকাশনার কাজ করে আসছে। রাসূলুল্লাহ (স.)-এর আদর্শ জীবন ও ইসলামের মৌলিক বিষয়বস্তুর আংশিক এই পুস্তকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

'কুরআনের বাণী ও আমাদের করণীয়' বইখানি প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। গ্রন্থখানি যদি পাঠকের বাস্তব জীবনে সামান্যতম প্রভাব ফেলতে পারে তবে সেটাই হবে প্রকাশনার স্বার্থকতা।

(এসএম রইসউদ্দিন)
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.amarboi.org

লেখকের কথা

বাস্তব জীবনে, পদে পদে আমি লক্ষ্য করেছি, যে আমাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী, সম্মানী ও সমাজের উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত এমন অনেক ব্যক্তি কুরআনের বাণী সমূহ লক্ষ্য করার আগ্রহ বা ফুরসৎ পাননা। অনেকের মধ্যে বাণী সমূহ অনুধাবন করার এবং এর তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব হয়না। আবার অনেকে এমন আছেন কুরআনের মর্মবাণী উপলব্ধি করে তা নিজের জীবনে প্রয়োগ করার তাগিদ অনুভব করেননা। ফলে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে নেমে আসে নানা ধরনের অশান্তি ও অসংগতি।

আমাদের মধ্যে অবশ্যই অনেকে আছেন যারা আন্তরিকভাবে চান কুরআনের বাণী সমূহ উপলব্ধি করতে এবং তা ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক জীবনে, কর্মক্ষেত্রে ও সমাজে প্রয়োগ করতে। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা সফল হন। আবার অনেক ক্ষেত্রেই তারা ব্যর্থ হন। অনেক সময় তাদের মাঝে সংকট ও সংঘাত সৃষ্টি হয়। অনেকেই হতাশার আবর্তে ঘুরপাক খেতে থাকেন। মহান আল্লাহ এদের জন্য পুরস্কার রেখেছেন এবং তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন, মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি যে কল্যাণময়, বরকতময় গ্রন্থ মহানবী (সঃ) এর প্রতি নাযিল করেছেন, তা যেন মানুষ হৃদয় দিয়ে ধারণ করে এবং মানুষের কল্যাণে যেন তা প্রয়োগ করে।

আমি লক্ষ্য করেছি, তথাকথিত জ্ঞানী ব্যক্তিবৃন্দ মানুষের কল্যাণে নয়, নিজের কল্যাণে সম্পদ কুক্ষিগত করে থাকেন এবং সৎ পথকে বিসর্জন দিয়ে পাপ ও অন্যায়ের পথে নিজেকে নিমজ্জিত করে ফেলেন। পরকালে তাদের বিচার হবে, একথা তারা ভাবেননা। নিজেদের ক্ষমতা ও সম্পদলিপ্সা তাদেরকে অন্ধ করে রাখে। এ কারণে মহান আল্লাহ মানুষকে স্মরণ করে দিয়েছেন যে পাপাচারী ও পরহেযগারদের পরিণতি কখনোই এক হতে পারেনা এবং হবেনা।

এই পৃথিবীতে যারা সৎ ও অসৎ পথ অবলম্বন করে তারা কখনো এক কাতারে থাকবেনা। প্রত্যেকের পরিণতি হবে তাদের কর্ম অনুসারে। প্রত্যেক বিবেকবান মানুষের নিকট এই চরম সত্যকে পূনঃ উম্মোচনের জন্যই "কুরআনের বাণী ও আমাদের করণীয়" শীর্ষক ক্ষুদ্র পরিবেশনা। মহান আল্লাহ তায়ালা সকল সৎ কর্মীকে পুরস্কৃত করবেন। এই বোধ ও বিশ্বাসকে সুদৃঢ় ভাবে সবার মনে গেঁথে দেওয়ার জন্য আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। এটি গবেষণালব্ধ কোন গ্রন্থ নয়। এটি কুরআন পাঠ করার পর মনের কিছু আকুতি, আবেগ ও অনুভূতির বাচনিক প্রকাশ মাত্র। আমার এই প্রচেষ্টা মহান আল্লাহর দরবারে কবুল হবে এই আশায় আপনাদের দোয়া কামনা করছি।

কাজী মোঃ মোরতুজা আলী

জানুয়ারি ২৫, ২০১৪, ঢাকা।

www.amarboi.org

সূচীপত্র

নিজেকে প্রশ্ন করি নিজে # ০৭
চূড়ান্ত সফলতার জন্য প্রচেষ্টা # ১৩
পাপ থেকে ফিরে আসা # ১৮
প্রবল ইচ্ছা শক্তির উন্মেষ # ২২
সত্যপথের সন্ধানে # ২৭
বিভ্রান্তি হতে মুক্তি # ৩৩
কুরআনের আলোয় নিজেকে চেনা # ৪০

www.amarboi.org

নিজেকে প্রশ্ন করি নিজে

পবিত্র কুরআনের প্রথম সূরা আল-ফাতিহাতে মহান আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে বলা হয়েছে,

ক. তিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা,
খ. তিনি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু এবং
গ. তিনি বিচার দিনের মালিক।

মহান আল্লাহর এই তিনটি গুণ সম্পর্কে আমাদের সবারই হয়তো জানা আছে। কিন্তু নিজের জীবনে এই তথ্য কতটুকু প্রভাব পড়েছে তা আমাদের ভেবে দেখা উচিত। মহান আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রতিপালক। তাহলে তিনি আমারও প্রতিপালক। আমরা স্মরণ করতে পারি, কত সযত্নে তিনি আমাদেরকে মাতৃগর্ভে, শৈশবে, কৈশোরে, ধীরে ধীরে সযত্নে আজকের বর্তমান অবস্থায় নিয়ে এসেছেন।

আমরা হয়তো মনে করি, নিজেই কঠোর পরিশ্রম করে, অনেক ত্যাগ তিতীক্ষা, ধৈর্য, সাহস ও মেধার গুণে স্ব স্ব ক্ষেত্রে এক একজন বিরাট ব্যক্তিত্ব হয়ে গেছি। একটু গভীরে যদি ভাবি তাহলে আমরা হয়তো উপলব্ধি করবো যে আমি যত চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে বর্তমান অবস্থানে এসেছি, নিশ্চয় অদৃশ্যের কোন শক্তি আমাকে কোন না কোন ভাবে সংকটে, বিপদে এবং দৈনন্দিন চলার পথে শক্তি দিয়েছেন, সাহস দিয়েছেন, ধৈর্য দিয়েছেন এবং আজকের অবস্থানে নিয়ে এসেছেন।

একবার ভেবে দেখুন, মহান আল্লাহ আপনাকে যে যোগ্যতা ও গুণাবলী দিয়েছেন তা কি অন্য অনেকের তুলনায় অনেক বেশী নয়? অতএব শুধু এই কারণেই আপনাকে স্বীকার করতে হবে সৃষ্টি জগতের মহান প্রভূ আপনার প্রতি কত করুণা করেছেন। আপনাকে তাই ভাবতে হবে এবং স্বীকার করতে হবে মহান আল্লাহর অপার করুণার কথা। যেহেতু মহান

www.amarboi.org

আল্লাহর অপার অনুগ্রহে আমি আমার বর্তমান অবস্থায় রয়েছি তাহলে আমার উচিত হবে সেই মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য আমরা প্রায়শঃ মুখে উচ্চারণ করি "আলহামদুলিল্লাহ!" এটি অবশ্যই একটি ভালো গুণ। মহান আল্লাহ নিশ্চয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য খুশী হবেন। তিনি আমাকে এবং আপনাকে আরো অনুগ্রহ করবেন; এটি আমরা অবশ্যই আশা করতে পারি।

আমি এই লেখাটি লিখছি এটি শেষ করতে পারব কিনা, কোন পাঠক এটি পড়ার সুযোগ পাবে কিনা আমি জানিনা। প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে আমি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আমার হাতে কত কাজ, কত দায়িত্ব, কত আমানত! আমি সব কিছু সুন্দরূপে, সুচারুরূপে শেষ করে যেতে পারবো কিনা আমি জানিনা। কাজের চাপে আমরা এত ব্যস্ত থাকি যে অনেক সময় বলে থাকি, "আমার মরবারও ফুরসৎ নেই"! কথাটি বলি নেহায়েত "বাত কি বাত!" হিসেবে। তার অর্থ, আমি মৃত্যু নিয়ে এত সিরিয়াসলি ভাবিনা। আমরা ধরেই নিই আমি আরো অনেক দিন বাঁচবো, মনের অজান্তেই হয়তো আমি শতায়ূ হতে চাই। এই চাওয়ার মধ্যে দোষের কিছু নেই। মহান আল্লাহ যদি আমাকে হায়াত দেন তবে দীর্ঘদিন বাঁচবো। কিন্তু আগামী কালই যদি আমার মৃত্যু হয় তবে কি আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত আছি ?

মহানবী (সা:) বলেছেন-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ

www.amarboi.org

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন- 'পৃথিবীতে আগন্তুক অথবা পথিকের ন্যায় জীবন-যাপন করো।' ইবনে উমর প্রায়ই বলতেন সন্ধ্যা পর্যন্ত বেঁচে থাকলে সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকার আশা করো না, আর সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকলে সন্ধ্যা পর্যন্ত বেঁচে থাকার আশা করো না। এবং সুস্থতা থেকে রোগাক্রান্ত অবস্থার জন্য ও জীবন থেকে মৃত্যুর জন্য কিছু নিয়ে নাও। (বুখারী - ৫৯৩৭)

মৃত্যুর জন্য আমাদের অবশ্যই প্রস্তুতি প্রয়োজন। কারণ ইসলাম ধর্মের অনুসারীরা ভালো করেই জানেন যে জীবনের অমোঘ বাস্তবতা মৃত্যু মানেই জীবনের পরিসমাপ্তি নয়। মৃত্যুর পরে একটি নতুন জীবন শুরু হবে। সেই জীবনের পর আমাকে আবার জীবিত করা হবে এবং মহান আল্লাহ আমাকে আমার পার্থিব জীবনের সকল কর্মকান্ড দেখাবেন। আমি যদি পাপ করি, পূণ্যকরি, অন্যায় করি, ন্যায় করি, জুলুম করি, ইনসাফ করি, মানুষের কল্যাণ করি, অকল্যাণ করি, আমানত রক্ষা করি কিংবা খেয়ানত করি, মানুষের হক আদায় করি বা নষ্ট করি সব কিছুর পুংখানুপুংখ বিষয় আমাকে দেখানো হবে। এই পৃথিবীর সকল কর্মকান্ডের হিসাব নেওয়া হবে।

আমার জীবিকা অর্জন আমি কিভাবে করেছি? বৈধ পথে না অবৈধ পথে? আমি কি ভালো কাজের সহযোগী হয়েছি? আমি কি মন্দ কাজ পরিহার করেছি? আমি কি মন্দ কাজ প্রতিরোধ করতে পেরেছি? আমার অর্জিত সম্পদরাজি আমি কি সৎ পথে ব্যয় করেছি? আমি কি সম্পদ পুঞ্জভূত করেছি? আমি কি মহান আল্লাহর নির্দেশ মত সৎ পথে থাকার চেষ্টা করেছি? আমি কি লোভ-লালসার উর্ধ্বে থেকে মানব কল্যাণে নিজেকে নিবেদিত করতে পেরেছি? আমি কি কুরআন, সুন্নাহ ও শরীয়ার বিধি বিধান পালন করে পবিত্র জীবন যাপন করতে পেরেছি? এমনিতরো কত প্রশ্নের সুস্পষ্ট জবাব আমি নিজেই দেখতে পাবো আমার আমলনামায়। আমার আমলনামার ভিত্তিতে আমাকে বিচারের সম্মূখীন হতে হবে। সেই মহা বিচারের দিনের মালিক হচ্ছেন মহান আল্লাহ তায়ালা। মহান আল্লাহর বিচারের সম্মূখীন হলে আমি কি পাশ করতে পারবো? যদি পাশ না করি তবে আমার কি হবে?

www.amarboi.org

একজন নেতা হিসেবে, কর্মী হিসেবে, সংগঠক হিসেবে, কর্মকর্তা হিসেবে, ব্যবস্থাপক হিসেবে, নির্বাহী হিসেবে, পেশাজীবি হিসেবে, ব্যবসায়ী হিসেবে, শিক্ষক হিসেবে, প্রশিক্ষক হিসেবে, প্রশাসক হিসেবে আলেম হিসেবে, ইমাম হিসেবে, খাজাঞ্চি হিসেবে, নিরীক্ষক হিসেবে, সমাজ সেবক হিসেবে, রাজনীতিবিদ হিসেবে, আমি আমার দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করছি কিনা তা প্রতিনিয়ত আমাদের ভাবতে হবে। কারণ মহাবিচারের দিনে মহান আল্লাহর নিকট অপদস্থ, অপমানিত, লাঞ্ছিত ও কঠিন শাস্তির হাত থেকে যদি আমি বাঁচতে চাই তবে আমাকে অবশ্যই সৎ, সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন জীবনের অধিকারী হতে হবে। নিজের মুক্তির জন্যই আমি নিজেকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে চাই।

নিজের জন্য, নিজের পরিবারের জন্য আমরা কত কিছুই না করি? পদে পদে আপোসের সহযাত্রী, অন্যায়ের সহযোগী হয়ে আমরা নির্বিঘ্নে জীবনটা কাটিয়ে দিতে চাই। কিন্তু কতদিন? কতদিন পারবো আমরা নিজেকে লুকিয়ে রাখতে? যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক তিনি কি এই পৃথিবীতেই আমাকে শাস্তি দিতে পারেননা? পৃথিবীতেই যদি মহান আল্লাহ আমাকে সাহায্য না করেন তবে কি আমি আমার ধন, সম্পদ, প্রভাব, প্রতিপত্তি দিয়ে সমস্ত ঝড়ের মোকাবেলা করতে সক্ষম হব? তাহলে কেন অবৈধ ও অন্যায় কাজ করতে আমি উৎসাহী হব? দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন না করে আমি কি বিপরীতটা করে যাব? কিসের অহমিকায় আজ আমি নিজেই নিজেকে প্রতারিত করছি? শেষ বিচারের দিন সম্পর্কে আমি কি অজ্ঞ? আমি কি সংশয়ী? আমি কি অবিশ্বাসী ? না আমি সত্য গোপনকারী?

আমার মনটা কি মরে গেছে? আমি সমাজ বদলে দেবার স্বপ্ন কি একদিন দেখিনি? আমি কি সত্য ও ন্যায়ের পথে সংগ্রামে নিজেকে কখনো উৎসর্গীকৃত করতে চাইনি? আমি কি নাংগাভূখা মানুষের মুক্তির জন্য কখনো শপথ নিয়েছিলাম? সে সব কি আজ শুধুই অতীত কিংবা স্বপ্নবিলাস? অথচ আজ আমি সমাজের যাঁতাকলে বন্দী? সমাজ আমাকে বদলে দিয়েছে; না আমি স্বেচ্ছায় গড্ডালিকাপ্রবাহে অজেয় নেশায় কোথায় ভেসে বেড়াচ্ছি জানিনা। আমার কাছে কি পাপ-পূণ্যের সব

www.amarboi.org

ভেদাভেদ মুছে গেছে? নিজেকে নিজে প্রশ্ন করুন। বার বার জানতে চান আপনার জীবনের লক্ষ্য কি? পার্থিব এই ঠুনকো জীবনের প্রাপ্তি না অনন্ত কালের চরমতম শান্তি?

আমরা যদি অবিশ্বাসী না হই, তবে কেন আমরা সত্য পথে ও ন্যায়ের পথে চলতে সাহস হারিয়ে ফেলছি? ভয় মহান আল্লাহকে করব না ব্যক্তি স্বার্থে, গোষ্ঠী স্বার্থে, নিজের প্রবৃত্তির দাসত্ব করেই হারিয়ে যাব একদিন এই পৃথিবী ছেড়ে? আমাদের মধ্যে অনেকে হয়তো এমন আছেন যারা ভাবেন এখন পাপ করে নিই, পরে না হয় পূণ্য করে পার পেয়ে যাব। অযথা প্রবোধ দেন এই ভেবে আমার যত কিছু অন্যায় বা পাপ তা অতি সামান্য। নিশ্চয় মহান আল্লাহ তা মাফ করে দেবেন!

আমরা মহান আল্লাহর দয়া ও করুণার আশা অবশ্যই করবো কিন্তু আগামীকাল আমার পূণ্য করার সুযোগ আসবে কি? আসুন না আমাদের যত কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি, ভুল-ভ্রান্তি সব ধুয়ে মুছে ফেলি? পূণ্য করার এই তো মহা সুযোগ! মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর করুণার ভাণ্ডার থেকে পূণ্য দিয়ে স্নাত করবেন, পবিত্র করবেন, যদি আমরা ফিরে আসি। পাপ থেকে ফিরে আসার নাম তওবা। আমরা মানুষ, আমাদের ভুল হতেই পারে। আমি নিজে যদি বুঝতে পারি আমি ভুল করেছি। অন্যায় করেছি তবে ফিরে আসতে বাধা কোথায়? আজকেই যদি আমি ভুলের পরিসমাপ্তি ঘটাই তাহলে আমি তো অনেক দ্রুত এগিয়ে যাব নাযাতের লক্ষ্যে!

আমারা গরীব দেশের মানুষ। আমাদের অধিকাংশ মানুষ সৎ জীবন যাপন করেন। একজন গরীর রিক্সাওয়ালাও লোভী না হয়ে সৎ থাকার প্রমাণ দিতে পারে। সে যদি ভাবতে পারে পড়ে পাওয়া টাকায় আমার কোন অধিকার নেই, তবে আমরা যারা গরীব মানুষের অর্থের আমানতদারীত্বের দায়িত্ব নিয়েছি তারা কেন এই দায়িত্ব পালন করতে পারবোনা? অনেকেই তো এই দায়িত্ব পালন করছেন নিষ্ঠার সাথে, সততার সাথে। আসুন আমরা কিছু লোকের অন্যায়গুলো সাহসিকতার সাথে শুধরিয়ে দিই। তাদের জীবনকে অধিকতর পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করতে সাহায্য করি।

www.amarboi.org

নিজেরা সৎ থাকলেই হবেনা অন্যকেও সৎ হতে সাহায্য করতে হবে। আমরা যদি প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব সাঠিকভাবে পালন করি, আমাদের অবহেলা, উপেক্ষা এবং নির্বিকারিত্ব দুর করে প্রত্যেকে কর্তব্যপরায়ণ হই, তবেই দেখবেন, আমি, আপনি সবাই পূণ্যের সরোবরে স্নাত হয়ে স্নিগ্ধ ও মনোরম পরিবেশে আমাদের স্বপ্নকে বাস্ত বায়িত করতে সক্ষম হব। মনে রাখবেন, আমরা এমন এক ধর্মের অনুসারী, এমন এক মহামানব মহানবী (সা:) এই ধর্মের বাণী আমাদের মাঝে দিয়েছেন, যিনি সমগ্র বিশ্ব মানবতার মুক্তিদূত। তাহলে আমরা কেন নিজেরা এই ধর্মের অনুসারী হয়ে নিজেদেরকে এবং অন্য সবাইকে মুক্তির পথে নিয়ে যেতে সক্ষম হবো না?

আমরা যদি পবিত্র হয়ে যাই এবং আমরা যদি আমাদের কর্তব্যে নিবেদিত হই তবে নিশ্চয় লক্ষ্যে পৌছাতে সক্ষম হবো। সকল জড়তা, ভয়, আলস্য পরিহার করে আসুন আমরা পূণ্যের পথে এক কাতারে দাঁড়াই, পাপের পথ পরিহার করি। যারা সৎ জীবন যাপনের অভিলাষী তাদেরকে সহযোগীতা করি। মহান আল্লাহর দরবারে সবাই কায়মনো - বাক্যে প্রার্থনা করি যেন কালোমেঘ কেটে যায়। আমি এবং আমরা সবাই যেন উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার পরিবর্তে স্বাভাবিক সুস্থ জীবন যাপন করতে পারি। সততার সাথে সমস্ত জীবন কাটাতে পারি!

www.amarboi.org

চূড়ান্ত সফলতার জন্য প্রচেষ্টা

পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারায় মহান আল্লাহতায়ালা আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব ও মানব জীবনে এর প্রভাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন যে যারা মহান গ্রন্থ আল কুরআনকে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করে, তাদের কিছু গুণাবলী রয়েছে। যেমন:

ক. তারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে,
খ. নামায কায়েম করে,
গ. হালাল রুযী থেকে ব্যয় করে,
ঘ. পূর্ববর্তী কিতাব সমূহে বিশ্বাস করে এবং
ঙ. আখিরাতের প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখে।

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন যে যাদের মধ্যে এই সব বৈশিষ্ট্য রয়েছে-

أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"তারাই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে রয়েছে এবং তারাই প্রকৃত সফলকাম।" (সূরা বাকারা : ৫)।

জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা নিয়ে মানুষের মধ্যে যেসব দ্বন্দ ও জটিলতা তা কাটিয়ে ওঠার জন্য কুরআনের এই বক্তব্য একটি সুস্পষ্ট নির্দেশিকা। আমরা প্রায়শঃই লক্ষ্য করি পার্থিব জীবনের সফলতার মাপ-কাঠি হিসেবে ধন-সম্পদ, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিকেই আমরা মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ করি। ফলে পার্থিব জীবনে যারা সফল হন তাদের মধ্যে অদৃশ্যে বিশ্বাস কতটুকু কাজ করে থাকে তা আমাদের জানা হয়না।

মানুষ ও পশুর মধ্যে মৌলিক যে সব পার্থক্য রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে অদৃশ্যে বিশ্বাস। পশুদের মধ্যে অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপনের

www.amarboi.org

কোন বোধ শক্তি নেই। কিন্তু মানুষ উপলব্ধি করে যে দৃশ্যমান জগতের উর্ধ্বে এক মহাশক্তি বিরাজমান। আমরা সেই অদৃশ্য শক্তিকে দেখিনা, কিন্তু তিনি আমাদের সব কার্যকলাপ দেখেন। আমাদের মধ্যে যখন এই বোধ ও বিশ্বাস পরিপূর্ণ ভাবে থাকে তখন আমাদের পক্ষে কোন অপরাধ করা সম্ভব নয়। নিশ্চয় আমাদের বোধ ও বিশ্বাসে অনেক ঘাটতি রয়েছে। নইলে আমরা ইসলাম ধর্মের অনুসারী হয়েও কেমন করে অনবরত পাপ ও অন্যায় করতে পারি?

আমরা জন্মসূত্রে ইসলাম ধর্মের অনুসারী। ইসলাম ধর্মের অনুসারীদেরকে অবশ্যই প্রথমে স্বীকার করতে হয় যে আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মহানবী মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহর রাসূল। মহানবী (সা:) কে পৃথিবীর মানুষ দেখেছে। তিনি জীবনের ৬৩ বছর কাটিয়েছেন মক্কা, মদীনা ও আরব ভূমিতে। তিনিই মানুষকে আহবান জানিয়েছেন অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করতে। আমরা সেই মহামানবের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা বিশ্বাস করি বলেই প্রতিবছর আমাদের দেশের অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা মক্কা, মদীনায় উমরাহ করতে, হজ্জ্ব পালন করতে যান। আমাদের মধ্যে অনেকে নামায পড়েন, রোযা রাখেন, যাকাত দেন এবং কালেমায় বিশ্বাস করেন। কিন্তু তারা সবাই কি পাপ মুক্ত?

বাংলাদেশ একটি অতি অল্প আয়ের দেশ। তবু প্রতিবছর প্রায় একলাখ মানুষ হজ্জ্ব ও উমরাহ পালন করতে সউদী আরবে যান। এরা সবাই আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করেন, মদীনায় নবীর মাযারে গিয়ে দোওয়া করেন। এদের মধ্যে নিশ্চয় অদৃশ্যে বিশ্বাস রয়েছে। নবীর (সা:) প্রতি ভালোবাসা রয়েছে। হজ্জ্ব পালন করার পর আমাদের নামের আগে "আলহাজ্জ্ব" বিশেষণ লাগালে আমরা প্রীত হই। মনে মনে ভাবি আমরা সফলকাম হয়েছি। এখন আসুন আমরা নিজেরা নিজেকে প্রশ্ন করি, হজ্জ্ব বা উমরা পালনের আগে ও পরে আমাদের জীবনে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে কি? বা ঘটে থাকলে তা কতটুকু এবং এর প্রভাবে আমরা জীবনকে সুন্দর করতে পেরেছি কি? প্রতিদিন পাঁচবার নামায পড়ার পরেও আমরা কি পেরেছি পবিত্র জীবন যাপন করতে? সাওম সাধনার মাস শেষে আমরা কি পেরেছি পাপ মুক্ত হতে? যাকাত দেওয়ার পরে কি পবিত্র হয়েছে আমাদের রিযিক ও ধন সম্পদ?

www.amarboi.org

আনুষ্ঠানিক ইবাদত করা যাদের পক্ষে সম্ভব হয়না তাদেরকেও অবশ্যই অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপনের প্রথম শর্ত নবী মুহাম্মদ (সা:) কে শেষ নবী হিসেবে মেনে নেওয়া এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হিসেবে তার প্রতিটি প্রকৃত বক্তব্যকে জীবন পরিচালনার মানদন্ড হিসেবে পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করা। আমরা যদি মহানবী (সা:) এর শিক্ষা সমুহকে নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হই তবে আমাদের মধ্যে অদৃশ্যে পরিপূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে এমন দাবি করাটা যৌক্তিক হবে কি? আমরা নবীর (সা:) প্রতি দরুদ পড়ব, কিন্তু জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে নবীর (সা:) আদর্শকে মেনে চলবোনা এটি করা কি সমীচীন?

যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করেন পরিপূর্ণ ভাবে, তাদের দায়িত্ব হবে সকল মন্দ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা। কোন কাজটি মন্দ এবং কোন কাজটি ভালো এটি বুঝবার মত ক্ষমতা মহান আল্লাহ আমাদের প্রায় প্রত্যেক মানুষকে দিয়েছেন। এবার নিজের বিবেককে প্রশ্ন করুন প্রতিনিয়ত আমি, আপনি বা অন্যরা কতটি ন্যায় বা অন্যায় কাজ করছি? অন্যদের অন্যায় বা মন্দ কাজের দিকে নজর না দিয়ে শুধু নিজের প্রতি লক্ষ্য করি। মজার ব্যাপার হলো, যে সব মন্দ কাজ, যে সব অপরাধ আমরা করে থাকি, সেগুলো আমাদের করা উচিত নয় জেনেও তা করছি এবং অন্যদেরকে নিজের পাপ কাজে, অবৈধ কাজে শামিল করছি।

যারা আমাদের অন্যায় কাজে সাহায্য করছে, তাদেরকে পুরস্কৃত করছি এবং যারা মন্দ কাজকে সমর্থন করছেনা তাদের প্রতি আমরা ক্রোধান্বিত হচ্ছি। আমাদের আপরাধের যারা সহযোগী তাদের প্রতি আমাদের রয়েছে দুর্বলতা। কিন্তু ন্যায়ের জন্য যারা চেষ্টা করছে তাদের প্রতি আমরা বিরক্ত হচ্ছি। অপরাধের সহযোগীকে আমরা সম্মানিত করতে চাই, তার গায়ে যেন কোন আচড় না লাগে তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা অন্যকে অপদস্ত ও অপমানিত করতে কুন্ঠিত হইনা। আমাদের এ আচরণ কি অদৃশ্যে বিশ্বাস করার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? তাহলে কি আমরা সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করিনা? আমরা কি তবে আমাদের নবীর (সা:) বক্তব্য এবং কুরআনের বাণী সমূহকে বিশ্বাস করতে ব্যর্থ? কিন্তু কেন ?

আমাদের মধ্যে অনেকে বলে থাকেন "অনেক প্রশ্নের কোন জবাব নেই"। হতে পারে আমরা হয়তো জানিনা কেন নেশাগ্রস্তের মত অপরাধ করছি!

www.amarboi.org

আপনি লক্ষ্য করুন একটি আপরাধ কত অপরাধের জন্ম দিচ্ছে। অপরাধকে আড়াল করতে চাই আমরা; কারণ এটি আমার মান-সম্মানের সাথে জড়িত। অতএব সত্য প্রকাশিত হোক তা আমি চাইনা। সে কারণে আমি মিথ্যা দিয়ে সত্যকে আড়াল করতে চাচ্ছি এবং নিরাপরাধ ব্যক্তির প্রতি জুলুম করে থাকি। যে বা যারা সত্য পথে চলতে চায় তাকে আমরা বাধা দান করছি। এটি কি তাদের প্রতি জুলুম বা অত্যাচার নয়?

আমরা কি কখনো ভেবেছি যে আমাদের আচরণ কিভাবে নিরাপরাধ ব্যক্তির প্রতি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের কারণ হয়ে থাকে? বুকের মধ্যে অসহ্য ও অব্যক্ত যন্ত্রণা নিয়ে হয়তো তারা নীরবে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে আর আমরা নির্বিকার থাকি! আমাদের ভেবে দেখা উচিত মজলুমের কান্নায় আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠতে পারে! আমাদের শক্তি, আমাদের দম্ভ, আমাদের অহমিকা আমাদের ধন সম্পদ কোন কিছুই মহান আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় হবেনা। তিনি দেখবেন আমাদের ঈমান ও আমল।

জীবনের চলার পথে সুবিচার করতে পারিনা বলে কত মানুষের প্রতি আমরা জুলুম করি, কত নিরাপরাধকে আমরা দিয়ে থাকি শাস্তি। আমরা নিশ্চয় অনেক ভালো কাজও করি, মানুষের কল্যাণ করি। কিন্তু নিরাপরাধ ব্যক্তির প্রতি জুলুম আমাদের সেই কল্যাণকে ম্লান করে দিতে পারে। মহান আল্লাহই জানেন মানুষের কোন কাজের উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য অনুসারে আমাদের কাজের বিচার হবে। কিন্তু সে ভয়ে আমাদের বিবেক জেগে ওঠে কি? যদি সত্যি সত্যি আমরা উপলব্ধি করি অর্থাৎ বিবেক যদি জেগে ওঠে, সব অপরাধ থেকে আমরা যদি মুক্ত হয়ে পূতঃ পবিত্র হতে চাই, তাহলে মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি করুণা করেছেন বলে আমরা ভাবতে পারি। আমাদের উচিৎ হবে মহান আল্লাহর এই অনুগ্রহ গ্রহণ করা এবং প্রতিটি কাজকে নেক আমলে পরিণত করা।

আমাদের মধ্যে জবাবদিহিতার চেতনা জেগে উঠলে আমরা অপরাধের নিকটবর্তী হতে পারবোনা। মহান আল্লাহর প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস আমাদেরকে অদৃশ্যে এবং আখিরাতে বিশ্বাসী করে তুলবে। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের ফলে আমরা তাঁর আরো নিকটবর্তী হতে চাইবো। নামাযের মাধ্যমে আমরা স্রষ্টার সান্নিধ্য পেতে চাইবো। হৃদয়ের মরিচাগুলো ক্রমেই পরিষ্কার হয়ে

www.amarboi.org

যাবে। তখন আমরা নিশ্চয় হালাল রুযি সংগ্রহে ব্রতী হবো এবং দৃঢ় থাকবো। আমাদের প্রকৃত ও দৃঢ় ঈমান আমাদের নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতকে শুদ্ধ করবে এবং আমাদের জীবন হয়ে উঠবে পূতঃ পবিত্র।

হালাল রুযি দিয়ে আল্লাহ তায়ালার পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করে এক অনাবিল তৃপ্তির অধিকারী হতে পারি আমরা। এভাবে চক্রাকারে আমাদের পূণ্য বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। অতীতের সব ভুল-ভ্রান্তি মহান আল্লাহ মাফ করে দেবেন। কারণ আমাদের বিবেক মরে যায়নি। একারণেই আমরা অনুভব করি যে আমানতের খেয়ানত করা উচিত নয়। অন্যায় বা অপরাধের চক্র থেকে বেরিয়ে আসার তাগিদ আমরা অনুভব করি। আমাদের এ অনুভূতি আমাদের অনন্ত জগতকে সমুজ্জ্বল করে তুলবে ইনশাআল্লাহ।

মানুষের প্রশংসার জন্য আমরা আকুল হই। কিন্তু প্রকৃত সফলকাম হওয়ার পথ মহান আল্লাহ আমাদের বলে দিয়েছেন। আমাদের উচিত প্রকৃত সফলতার জন্য চেষ্টা করা। সত্যিকার সফলতার জন্য আমাদের উচিত নিজে সচেষ্ট হওয়া এবং অন্যকে সচেষ্ট হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা। সত্য ও ন্যায় পথে চলার জন্য প্রতিদিন অনবরত চেষ্টা করার নাম জিহাদ বা সংগ্রাম। নিজের কু-প্রবৃত্তিকে দমন করার জন্যই মহান আল্লাহ নামায, রোজা হজ্জ ও যাকাতের ব্যবস্থা চালু করেছেন। আমরা এই সব ইবাদতকে নেহায়েত আনুষ্ঠানিকতা মনে করি। ফলে জীবনকে পবিত্র ও সুন্দর করা সম্ভব হয়না। আমাদের সকল ইবাদত ও সকল কর্মকান্ডের মূল লক্ষ্য হচ্ছে পার্থিব জীবনকে পবিত্র ও সুন্দর করার মাধ্যমে সফলকাম হওয়া। আসুন আমরা সবাই চূড়ান্ত ও প্রকৃত সফলতার জন্য সচেষ্ট হই।

www.amarboi.org

পাপ থেকে ফিরে আসা

মহান আল্লাহর বাণী তথা আল কুরআনকে অনেকে বিশ্বাস করেনা, অস্বীকার করে কিংবা কুরআনের প্রদত্ত শিক্ষা থেকে শিক্ষা গ্রহণে তারা আগ্রহী নয়। অর্থাৎ সত্যকে সত্য বলে যারা মেনে নেয়না, তাদেরকে কুরআনের ভাষায় বলা হয়েছে কাফের বা সত্য গোপনকারী। পবিত্র কুরআনে সুরা বাকারায় এদের সম্পর্কে বলা হয়েছে,

ক. এদেরকে পরকালের শস্তির ভয় দেখানো হোক বা না হোক, এতে তাদের কিছু আসে যায়না।

খ. এদের অন্তর, এদের কান ও চোখ বধির ও দৃষ্টিহীনদের মতো। এরা বুঝেনা, শুনেনা বা দেখেনা।

গ. এরা অনেকে মুখে বলে যে ঈমান এনেছে কিন্তু বাস্তবে তারা ঈমানদার নয়।

ঘ. এরা মনে করে যে তারা আল্লাহকে এবং ঈমানদারদেরকে ধোঁকা দিতে সক্ষম, কিন্তু তারা অনুভব করেনা যে প্রকৃত অর্থে এরা নিজেদেরকেই ধোকা দিচ্ছে।

ঙ. এদের হৃদয় রোগাক্রান্ত এবং আল্লাহ এদের রোগকে আরো বাড়িয়ে দেন। কারণ এরা নিজেদের অন্যায় কাজকে অন্যায় মনে করেনা বরং নির্দ্বিধায় কঠিন হতে কঠিনতর অন্যায় করে যেতে থাকে।

চ. আল্লাহ এই সমস্ত লোকদেরকে পৃথিবীতে অন্যায় ও অবিচার করার জন্য ছেড়ে দেন যেন তারা সীমালঙ্ঘনে ও বিভ্রান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের দ্বারা পরকালের আযাবের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করার অবকাশ পেয়ে থাকে।

ছ. এরা হচ্ছে সেই সমস্ত হতভাগ্য ব্যক্তি যারা কখনো হেদায়াত পাবেনা কারণ এরা হেদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহী ক্রয় করে, অর্থাৎ সত্য ও ন্যায়ের পথ পরিহার করে এরা অসত্য ও অন্যায়ের

www.amarboi.org

পথকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে। এরা মিথ্যাচারী, অন্যায়কারী ও জালেম।

জ. এদের এ অচরণ মোটেই তাদের জন্য লাভজনক নয়, কারণ শেষ বিচারের দিনে এদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারায় প্রথম দিকের আয়াত বা বাণী সমুহে এই সমস্ত বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। আমরা যারা ইসলাম ধর্মের অনুসারী এবং কুরআন পড়ার, এর অর্থ জানার যাদের সুযোগ হয়েছে, আসুন আমরা নিজেরা এই বাণীসমূহের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে চেষ্টা করি। প্রথমেই আমরা নিজেদের সকল কর্মকান্ড, বোধ ও বিশ্বাসের প্রতি লক্ষ্য করতে চেষ্টা করি। আমরা যে পেশায় বা যে দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছি, জীবন ও জীবিকার তাগিদে আমরা যে সব আচরণ প্রতিনিয়ত করে থাকি, যাবতীয় লেন-দেন, ও কথাবার্তায় আমরা যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকি তার কতটুকু একজন প্রকৃত ঈমানদার বা তাকওয়া অর্জনকারী মানুষের মত করার ক্ষমতা আমাদের রয়েছে।

এর পরে আমরা ভেবে দেখবো যে প্রকৃত ঈমান বা তাকওয়া অর্জনের জন্য আমাদের কোনরকম সৎ প্রচেষ্টা আছে কিনা। আমরা যদি অন্যায় করে যেতে থাকি এবং অন্যায় পথ থেকে ফিরে আসার কোন তাগিদ অনুভব না করি, বরং যারা আমাকে সৎ পথে চলার জন্য উপদেশ বা আদেশ দেয়, তাদের প্রতি আমি ক্রুদ্ধ হই, তাহলে আমি কি ভাবে দাবি করতে পারি যে আমি ইসলাম ধর্মের অনুসারী এবং আল্লাহর বাণী সমূহের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাসী? আমি বা আমরা যদি প্রকৃত বিশ্বাসী না হই তবে আমরা কী?

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যে কুরআন হচ্ছে হেদায়াত বা সঠিক পথ নির্দেশনা। কিন্তু সবার জন্য এটি পথ নির্দেশনা হয়ে দেখা দেয়না। মুসলমানদের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি বলেই আমরা প্রকৃত মানুষ বা প্রকৃত বিশ্বাসী তা দাবি করা কি সম্ভব? আমরা যদি প্রকৃত ঈমানদার হই এবং কুরআনকে নিজেদের পথ নির্দেশনা হিসেবে গ্রহণ করি তবে কুরআন থেকে হেদায়াত লাভের জন্য আমাদেরকে মুত্তাকী হতে হবে। মুত্তাকী তারাই যারা মন্দ থেকে বেঁচে থাকতে এবং ভালকে গ্রহণ করতে আগ্রহী।

যারা মন্দ থেকে বেঁচে থাকতে আগ্রহী নয়, বরং ঈমানদারদেরকে উপহাস করে, আমরা কি নিজেদেরকে সেই কাতারে নিয়ে ফেলছি? আসুন আমরা

www.amarboi.org

নিজেরাই নিজেদেরকে প্রশ্ন করি, নিজেই নিজের বিচারক হই। আমরা যারা নানারকম অন্যায়ের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি স্বেচ্ছায়। যারা আমরা স্বচ্ছন্দে একের পর এক অপরাধ বা অন্যায়ে লিপ্ত রয়েছি, তাদের পক্ষে কি সম্ভব আজ এবং এ মুহূর্তে সকল পাপ কাজ থেকে ফিরে আসা? হৃদয়ের সৎ অনুভূতি নিয়ে তাওবা করা? যদি এই মুহূর্তেই অন্যায় পরিহার না করি বা করার মত সৎ সাহস আমাদের না থাকে এবং ন্যায় পথে চলার মত বিন্দুমাত্র আগ্রহ না থাকে তাহলে আমরা কি মনে করবোনা যে আমার অনাগ্রহের কারণেই আল্লাহতায়ালা আমার অন্তরে মোহর বা সীল মেরে দিয়েছেন?

আমি কি মনে করব না যে আল্লাহর বাণী অনুসারে আমিই সেই হতভাগ্য যার অন্তরে সীল মেরে দেওয়া হয়েছে, কানসমুহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং চোখের সামনে পর্দা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে? আমি কি সেই ব্যক্তি যার বাহ্যিক আচরণে বা কথায় মনে হবে আমি ঈমানদার? আমি কি মানুষকে ধোকা দিচ্ছি না নিজেই নিজের ক্ষতি করে চলেছি? পরকালের বিচার বা জবাবদিহিতায় কি আমি বিশ্বাসী? যদি তাই হবে তাহলে অন্যায় থেকে ফিরে আসার আগ্রহ আমার মধ্যে নেই কেন? অমি কি এতই নিশ্চিত যে মৃত্যুর পূর্বেই আমি হেদায়াত প্রাপ্ত হব? আমি কি জানি যে আমার মৃত্যু ও জীবনের মধ্যে পার্থক্য একটি মুহূর্ত মাত্র?

তাহলে আমরা কেন পারছিনা পাপ থেকে ফিরে আসতে? পদে পদে আমরা অনেকেই দুর্নীতিগ্রস্থ। আমাদের ধন-সম্পদ, ক্ষমতা-বৈভব, যতই বাড়ছে আমরা ততই দুর্নীতির প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছি কি? দুর্নীতি বা অন্যায় থেকে ফিরে আসা আমাদের জন্য দিন দিন কি কঠিন হয়ে যাচ্ছে? কারণ দুর্নীতি ও অন্যায় করার পরেও হৃদয়ের বা বিবেকের তাড়না থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকছি এবং নিজের ক্ষমতার (অন্যায় পথে ধন সম্পদ বাড়ানোর জন্য) শক্তিতে পুলকিত হচ্ছি? এর পরেও কি আমরা আশা করতে পরি যে আমরা একদিন সুপথ প্রাপ্ত হব? যদি সে সুযোগ না আসে তবে আমাদের কি পরিণতি হবে? আসলে কি আমি পরকালে আমার পরিণতি নিয়ে ভাবি? যদি না-ই ভেবে থাকি তাহলে আমি কিভাবে পরকালে পরিত্রাণের আশা করতে পারি? আসুন আমরা আবার ভাবি আমরা কি প্রকৃতই অবিশ্বাসী

www.amarboi.org

হয়ে গেছি বা যাচ্ছি? অত্যন্ত গভীর ভাবে ভাবুন। বার বার ভাবুন। আমাদের জন্য মাত্র দুটো পথ। একটি সত্যের, ন্যয়ের ও সুবিচারের, অন্যটি মিথার, অন্যায়ের ও জুলুমের।

আমাদের জন্য তৃতীয় আর একটি পথ থাকতে পারে সেটি হচ্ছে মুনাফেকীর বা প্রতারণার। কিন্তু এ প্রতারণা তো নিজের সাথে নিজের। এটি আরো মারাত্মক, অধিকতর ভয়ংকর। মূলতঃ মুনাফেকীর পথটিও অন্যায়ের পথ, অসত্যের পথ। অতএব ন্যায় ও অন্যায়, সুবিচার ও জুলুম, সত্য ও মিথ্যা তথা সুনীতি ও দুর্নীতি; এর বাইরে যাবার কোন পথ নেই। মুক্তির জন্য আমাকে বিশ্বাসী তথা প্রকৃত ঈমানদার হতে হবে। আমরা যদি এ মুহূর্তেই অন্যায় থেকে ফিরে আসার জন্য, মন্দ থেকে ভালোর পথে ফেরার জন্য কোন তাগিদ অনুভব না করি তবে আমরা নিজেকে মুত্তাকি হিসেবে দাবি করতে পারিনা। মুত্তাকি হতে না পারলে কুরআন আমাদের জন্য হেদায়াত বা পথনির্দেশক হবেনা। সেক্ষেত্রে আমরা বিভ্রান্তির বেড়াজালে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে অবিশ্বাসীতে পরিণত হবো। আর অবিশ্বাসী হিসেবে মহান আল্লাহ যদি আমাকে কঠিনতম শাস্তি দেন, তবে সেদিন আমাদেরকে রক্ষা করার কেউ থাকবে কি? এই জীবনের লোভ-লালসা, আমাদেরকে যদি অনন্ত কালের আযাবের মধ্যে নিক্ষেপ করে তবে আমাদের চাইতে মূর্খ আর কেউ কি আছে? এ কারণেই মহান আল্লাহ বলেছেন,

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

"এরাই হেদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী ক্রয় করেছে, কিন্তু এদের এ ব্যবসা লাভজনক হয়নি, আর তারা হেদায়াতের পথে নেই।" (সূরা বাকারা :১৬)

www.amarboi.org

প্রবল ইচ্ছা শক্তির উন্মেষ

পবিত্র গ্রন্থ কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে সমগ্র বিশ্ব মানুষের জন্য। কুরআনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন করা। কিন্তু অনেকেই কুরআন থেকে সঠিক দিক নির্দেশনা বা সহজ সরল পথ গ্রহণ করতে পারেনা। কুরআনের দিক নির্দেশনা পাবার প্রথম ও প্রধান শর্ত হচ্ছে সত্যকে জানার ও মানার আগ্রহ। যাদের মধ্যে এ আগ্রহ নেই, তাদের জন্য কুরআন পথ প্রদর্শক হতে পারবেনা। এদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"আল্লাহ তাদের অন্তকরণ এবং তাদের কান সমূহে মোহর মেরে দিয়েছেন, আর তাদের চোখসমূহ পর্দায় ঢেকে গিয়েছে, আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।" (সূরা বাকারা :৭)

এরা মনে করে যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে তার বোকা। পবিত্র কুরআনে এদের সম্পর্কে বলা হয়েছে,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, অন্যরা যে ভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সে ভাবে ঈমান আনো, তখন তারা বলে, আমরাও কি ঈমান আনবো বোকাদেরই মত! মনে রেখো তারাই প্রকৃত বোকা, কিন্তু তারা তা বোঝেনা।" (সূরা বাকারা : ১৩)

www.amarboi.org

আমাদের মধ্যে অনেকে রয়েছেন, যারা ধর্মভীরু, খোদাভীরু ও ঈমানদার ব্যক্তিদেরকে বোকা ভাবেন। তাদের যুক্তি সম্ভবত এই যে, যারা পরকালে বিশ্বাস করে, আখিরাতে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতায় বিশ্বাস করে তারা পৃথিবীর যাবতীয় সুখ ও ভোগ থেকে বঞ্চিত হয়। এরা বিশ্বাসী নয় কিংবা বিশ্বাসীর অভিনয় করে। তাদের পক্ষে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে, অন্যায় করে, দুর্নীতির সাহায্যে, পেশীর সাহায্যে পৃথিবীর সম্পদ রাজি কুক্ষিগত করা এবং ধরাকে সরা জ্ঞান করা অত্যন্ত সহজ। কিন্তু যারা বিশ্বাস করে, তারা শত দুঃখ, যন্ত্রণা ও বঞ্চনার পরেও অন্যায় পথে ধাবিত হয়না; বরং মহান আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করে এবং সত্যকে আঁকড়িয়ে ধরে রাখতে চায়।

কুরআনের বাণীকে যারা বিশ্বাস করতে চায়না, বা করেনা তারাই সাধারণতঃ অন্যকে বোকা ভাবে। এরা অহংকারীও হয়ে থাকে। তথাকথিত বোকাদের জন্য তাদের করুণা হয়। অনেক ক্ষেত্রে তারা আবার এই সব বোকাদের ব্যবহার করে নিজেদের পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের জন্য। ফলে কখনো কখনো তারা বিশ্বাসীর অভিনয় করে। পবিত্র কুরআনে এদের সম্পর্কে বলা হয়েছে,

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ

"আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিশে, তখন বলে আমরা ঈমান এনেছি, আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি, আমরা তো (বিশ্বাসীদের সাথে) উপহাস করি মাত্র।" (সূরা বাকারা : ১৪)

পবিত্র কুরআনে তাদের এ দ্বিমূখী চরিত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে,

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

www.amarboi.org

"বরং আল্লাহই তাদের সাথে উপহাস করেন। আর তাদেরকে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন যেন তারা নিজেদের অহংকার ও কুমতলবে হয়রান ও পেরেশান থাকে।" (সূরা বাকারা :১৫)

এরাই মুনাফিক হিসেবে গণ্য হয়। কারণ তারা পার্থিব স্বার্থের জন্য মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে, আমানতের খেয়ানত করে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা রক্ষা করে না। মুনাফিকরা যখন নিজেদেরকে বুদ্ধিমান ভাবে তখন তারা বোঝেনা যে মহান আল্লাহ তাদের দ্বিমুখী চরিত্রের কারণে তাদের নিকট থেকে সত্যকে জানার শক্তি, দেখার শক্তি ও বলার শক্তি ক্রমান্বয়ে কেড়ে নেন। মহান আল্লাহ চান যে এরা সত্য পথে ফিরে আসুক। তাই তিনি তাদেরকে অবকাশ দেন, সুযোগ দেন সত্যপথে ফেরার জন্য। তাদের হৃদয়ে যতটুকু ঈমানের আলো আছে, তার দ্বারা তাদের পক্ষে ফিরে আসাও সম্ভব। এই সম্ভাবনা আছে বলেই মহান আল্লাহ তাদের মাফ করে দেবেন আশা করা যায়। মহান আল্লাহ মুনাফিকদের নিকট থেকে সত্যকে শোনার, বোঝার ক্ষমতা একেবারে কেড়ে নেন তখনই, যখন তারা সত্যের আলো দেখাবার পরেও, বোঝবার পরেও নিজেরাই চোখ বন্ধ করে রাখে, কানে আঙুল দিয়ে রাখে। তারা দেখেও না দেখার ভান করে, বুঝেও না বোঝার ভান করে। সত্যকে মেনে নেবার এবং সুপথে ফিরে আসার বিন্দুমাত্র আগ্রহ যাদের থাকেনা তারা এ জীবনে পাপের পথে থেকে কখনোই আর ফিরে আসতে পারেনা।

জীবনের চলার পথে মানুষ ভুল ভ্রান্তি করতেই পারে। জীবনের ভুলগুলো শুধরাবার সুযোগ মহান আল্লাহ আমাদেরকে বারবার দিয়ে থাকেন। কিন্তু আমরা যদি বার বার মুখ ফিরিয়ে নিই, তখন অন্ধকারের অতলান্তে হারিয়ে যাওয়া ছাড়া আমাদের আর কোন গতি থাকেনা। পবিত্র কুরআনের বাণীসমুহ থেকে আমরা সুপথ যদি পেতে চাই, তবে অবশ্যই আমাদের মধ্যে কিছু গুণাবলীকে লালন করতে হবে। প্রথমেই নিজের মনকে এমন দৃঢ় করতে হবে যেন আমরা পবিত্র কুরআনে যা বলা হয়েছে তা পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণের জন্য সদা প্রস্তুত থাকি। অর্থাৎ কুরআনের আদেশ ও নিষেধ গুলো যেন আমরা মেনে চলার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করি। আমাদের এই চেষ্টা হতে হবে আন্ত রিক এবং অনবরত।

www.amarboi.org

আমাদের প্রচেষ্টা আন্তরিক ও সর্বাত্মক হবে তখনই যখন আমরা পরিপূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করবো যে, মানব জীবনের প্রকৃত সফলতা মহান আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত হেদায়াত বা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে নিহিত রয়েছে। সেই সাথে আমাদের এও মনে রাখতে হবে যে পবিত্র কুরআনে বিবৃত আখিরাত বা পরকাল সম্পর্কে বিশ্বাস না করলে কুরআনের বাণী সমুহের প্রকৃত তাৎপর্য আমরা বুঝতে সক্ষম হবোনা। আখিরাতে বিশ্বাস করতে হলে মহান আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার চেতনা অবশ্যই হৃদয়ে জাগরুক রাখতে হবে।

আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে মানুষ এ পৃথিবীতে দায়িত্বহীন নয়। আমাদের প্রতিটি কাজের জন্য আমরা মহান আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য। যেহেতু জীবনপ্রদীপ একদিন বা যে কোন মুহুর্তে নিভে যাবে, সেহেতু আমাদের উচিত আর সময়ক্ষেপণ না করা। আমাদেরকে উপলব্ধি করতে হবে যে পার্থিব জীবনের সচ্ছলতা বা দারিদ্রতা সফলতার মাপকাঠি নয়। বরং আমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সফল, যে মহান আল্লাহর বিচারে সফল হিসেবে নির্বাচিত হবে, এবং সে ব্যক্তিই ব্যর্থ হবে, যে বা যারা সেই মহাবিচারের দিনে সফল হতে পারবেনা। আল্লাহ তায়ালার নিখুঁত বিচারে সেদিন যারা সফল হবেন তাঁরা চিরসুখের স্থান বেহেশতে অবস্থান করবেন আর ব্যর্থদের অবস্থান হবে দোযখ বা জাহান্নামে। আমরা যদি সেচ্ছায় অনন্ত সুখের পরিবর্তে অতি অল্প সময়ের সুখকে অগ্রাধিকার দিই তবে আমাদের চাইতে বোকা আর কে হতে পারে?

আমরা শুধু বোকা নই, অনেক ক্ষেত্রেই আহাম্মকের চেয়েও অধম হিসেবে নিজেদেরকে তুলে ধরি, সাময়িক কোন পার্থিব লাভের আশায়। অমরা অনেক সময় মনে করি, আমাদের দ্বিমুখী চরিত্রই আমাদের জন্য সুফল বয়ে আনবে। কিন্তু বাস্তবে তা প্রমাণিত নয়।

আমাদের মুনাফেকী চরিত্রের জন্য আমরা শুধু পরকালেই লাঞ্ছিত হবো তা নয়, বরং ইহকালেও আমরা মানুষকে সব সময়ের জন্য বোকা বানাতে পারিনা। কিছু লোককে কিছু সময়ের জন্য এবং হয়তো কিছু লোককে সব সময়ের জন্য বোকা বানানো সম্ভব হতে পারে। কিন্তু ক্রমান্বয়ে আমরা অনেকের নিকট বিশ্বাস যোগ্যতা হারাতে থাকবো। ইহকালেও আমরা মানুষের নিকট লজ্জিত হবো। একথা ঠিক যে প্রকৃত লজ্জা বোধ থাকলে

www.amarboi.org

আল্লাহর নিকট অপদস্থ হবার ভয়েই আমরা কোন ধরনের অপরাধ করতে সাহস পেতাম না। যাদের পরকালের ভয় নেই তাদের লোকলজ্জাও না থাকার কথা। বাস্তবে হয়তো এ রকম উদাহরণ ও আমাদের নিকট অনেক আছে।

যদি লোকলজ্জার ভয়েও মানুষ দুর্নীতিগ্রস্থ না হতো তবে অনেক দুর্নীতি কমে যেত। আসলে এদের মধ্যে এক ধরনের বেপরোয়া মনোভাবের সৃষ্টি হয়ে থাকে। তারা মনে মনে এটি ভেবে নেন যে টাকা দিয়ে সব কিছু বশ করা সম্ভব। অতএব, তারা আরো বেশী দুর্নীতি-গ্রস্ত হয়ে পড়েন। এরাই হচ্ছেন সেই বিপদ-গ্রস্ত ব্যক্তি যারা সত্যের আলো আর দেখতে পায়না। প্রবৃত্তির তাড়নায় এরা দুর্নীতি-গ্রস্ত, দুর্নীতিতে এরা নেশা-গ্রস্ত, নেশার তাড়নায় এরা ব্যধি-গ্রস্ত এবং ব্যধির কারণে এরা ভ্রান্তির এ বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনা। তাদের পক্ষে পাপের পথ থেকে বেরিয়ে আসা কষ্টকর হলেও অসম্ভব নয়। প্রয়োজন শুধু প্রবল ইচ্ছাশক্তির। প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকলে যে কোন মানুষের পক্ষে, যে কোন সময় সত্য পথে ফিরে আসা সম্ভব। আসুন আমরা সবাই চেষ্টা করি আপরাধের, অন্যায়ের ও পাপের জগত থেকে আমরা ফিরে আসি আজ, এখন এবং এ মুহূর্ত থেকে। আমাদের প্রবল ইচ্ছাই এজন্য যথেষ্ট। কারণ হৃদয়ে প্রবল ইচ্ছা থাকলে মহান আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন নিশ্চয়!

www.amarboi.org

সত্যপথের সন্ধানে

মানুষ হিসেবে আমাদের জন্ম হয়েছে। মহান আল্লাহর অপার অনুগ্রহে আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে এমন সব যোগ্যতা ও ক্ষমতা যা অন্য কোন প্রাণীকে দেওয়া হয়নি। মানুষের তাই উচিত মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া এবং তাঁর দেওয়া জীবনবিধান-"আল কুরআন" মেনে চলা। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে সমগ্র মানবজাতিকে আহবান করে অনেক আয়াত পেশ করা হয়েছে। এইসব আয়াত বা বাণীসমুহের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের মুক্তি বা মানুষের কল্যাণ।

সূরা বাকারায় মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আশা করা যায় তোমরা মুত্তাকী হতে পারবে।" (সূরা বাকারা : ২১)

আবার সূরা বাকারায় দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন যে-মহাগ্রন্থ কুরআন মুত্তাকীদের জন্য "হেদায়াত"। হেদায়াত অর্থ সঠিক পথ বা সঠিক দিক-নির্দেশনা। সেই হিসেবে মহাগ্রন্থ আল কুরআনকে পথ নির্দেশনা সম্বলিত মহান আল্লাহর বাণী হিসেবে অভিহিত করা যায়। সমগ্র মানব সমাজের প্রতিটি সদস্যের জন্য এই গ্রন্থ পথনির্দেশক হতে পারে যদি তারা প্রত্যেকে "মুত্তাকী" হয়।

মুত্তাকী হওয়ার জন্য মহান আল্লাহ মানুষকে আহবান করে বলেছেন যেন তারা তাদের সৃষ্টিকর্তা ও মহান আল্লাহর ইবাদত করে। অন্যত্র পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

www.amarboi.org

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি (সূরা যারিয়াত : ৫৬)।

আরো বলা হয়েছে,

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ - الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

"তারা ইবাদত করুক এই গৃহের মালিকের যিনি এদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভীতি হতে নিরাপদ করেছেন।" (সূরা কুরাইশ : ৩-৪)।

মহান আল্লাহ সূরা বাকারায় বলেছেন,

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"তিনি তোমাদের জন্য যমীনকে করে দিয়েছেন বিছানা এবং আকাশকে করে দিয়েছেন ছাদ, আর আকাশ থেকে বর্ষণ করেছেন পানি, এর সাহায্যে সব রকমের ফল-মূল উৎপন্ন করে তোমাদের আহার যুগিয়েছেন, অতএব জেনে শুনে তোমরা আল্লাহর সমকক্ষ কাউকে দাঁড় করিওনা।" (সূরা বাকারা : ২২)

উপরে বর্ণিত আল্লাহর বাণী সমূহ হতে প্রতীয়মান যে মানুষের উচিত একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা যেন মানুষ মুত্তাকী হতে পারে। এখন আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে মুত্তাকী হওয়া প্রয়োজন কেন? এর সহজ উত্তর--যেহেতু কুরআন শুধুমাত্র মুত্তাকীদের পথনির্দেশক সেহেতু কুরআনের মর্ম উপলব্ধি করার জন্যই মানুষকে মুত্তাকী হতে হবে এবং মুত্তাকী হওয়ার জন্য একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা জরুরী। আমরা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করি বা দাসত্ব করি তাহলে কি ভাবে আমরা আশা করবো যে মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহে সঠিক পথের নির্দেশনা দেবেন ?

www.amarboi.org

কুরআন থেকে পথ নির্দেশনা পাবার জন্য কুরআনকে অধ্যয়ন করতে হবে মহান আল্লাহর আদেশ-নির্দেশ গুলো জীবনের সব ক্ষেত্রে মেনে চলার উদ্দেশ্যে। শুধু মাত্র আনুষ্ঠানিক ইবাদত পালন এবং কুরআনকে নিজের জীবনে পালন না করার উদ্দেশ্যে যদি শুধু পাঠ করা হয়; তাহলে তার থেকে ফায়দা হাসিল হবেনা। আমরা মুখে বলি ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। কিন্তু জীবনের সব ক্ষেত্রে ইসলাম অনুসরণের তথা আল্লাহর আদেশ নির্দেশ পালনের কোন ইচ্ছা যদি আমাদের না থাকে তাহলে কুরআনের বাণীসমুহ আমাদের জীবনের পথ নির্দেশিকা হতে পারেনা। এ কারণেই পবিত্র কুরআনে ইবাদত করলেই "মুত্তাকী" হওয়া যাবে এমন কথা সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়নি। বলা হয়েছে ইবাদতের মাধ্যমে তোমরা পরহেযগার বা মুত্তাকী হওয়ার আশা করতে পারো। ইবাদতের মাধ্যমে সত্য পথের সন্ধান পাওয়ার চেষ্টা করার জন্য বলা হয়েছে।

ইবাদত অর্থ, উপাসনা, প্রার্থনা, দাসত্ব, আনুগত্য ইত্যাদি। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত আল্লাহ নির্দেশিত বাধ্যতামূলক ইবাদত। প্রতিটি ইবাদতের রয়েছে অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হচ্ছে মূল লক্ষ্য। মূল লক্ষ্য অর্জিত না হলে ইবাদাত নিষ্ফল হয়ে যেতে পারে। আমরা নিয়মিত নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত সবই পালন করলাম, কিন্তু লক্ষ্য অর্জনে যদি ব্যর্থ হই তবে কুরআন কি আমাদের মুক্তির নির্দেশিকা হবে? আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রয়োজন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর দেওয়া বিধি-বিধান অনুসারে নিজেকে পরিচালিত করা।

কুরআন পাঠ করলে মানুষ হেদায়াতপ্রাপ্ত নাও হতে পারে। একই বাণী বা একই উপমা সব মানুষের নিকট সমভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়না। একই ঘটনার দ্বারা কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে, কেউ মুখ ফিরিয়ে নেয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا

www.amarboi.org

فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ

"আল্লাহ মশা বা তার চেয়েও ক্ষুদ্র কোন বস্তুর উপমা দিতে সংকোচ বোধ করেন না। সুতরাং যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয়ই এটি সত্য– যা তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এসেছে। কিন্তু যারা কাফির তারা বলে, আল্লাহ কি অভিপ্রায়ে এই উপমা পেশ করেছেন? এর দ্বারা অনেককেই তিনি বিভ্রান্ত করেন, আবার অনেককেই সৎপথে পরিচালিত করেন। তাদেরকেই তিনি গোমরাহ করেন যারা ফাসেক" (সূরা বাকারা : ২৬)। ফাসেক অর্থ সীমা লঙ্ঘনকারী বা পাপী।

আল্লাহ মানুষকে কিছু কাজ করতে বলেছেন এবং কিছু কাজ করতে নিষেধ করেছেন। যারা এই সব নির্দেশনা মেনে চলে তাদের পক্ষেই আল্লাহর নিকট থেকে তথা কুরআন থেকে হেদায়াত পাওয়া সম্ভব। কিন্তু যারা আল্লাহর আদেশ-নির্দেশ নিজেদের জীবনে মেনে চলেনা তারা নাফরমান। তারা আল্লাহর দেওয়া সীমা অতিক্রমকারী। অন্যদিকে যারা সৎ ও সুন্দর জীবন যাপন করেন, তাদের বিপথগামী হওয়ার আশংকা থাকেনা। প্রবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, ফাসেক ব্যক্তি ছাড়া অন্যদের তিনি বিপথগামী করেন না। যারা কুরআনকে মহান আল্লাহর বাণী মনে করেন, কিন্তু কুরআনের নির্দেশ মেনে চলেননা তাদের প্রতি মহান আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন, এটিই স্বাভাবিক। অতএব সহজেই বোধগম্য যে সকল ইবাদতকারী আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হননা। ফলে তারা মুত্তাকী হতে পারেনা, তারা মুত্তাকী না হওয়ার কারণে কুরআন থেকে হেদায়াত লাভ করাও তাদের পক্ষে সম্ভব হয়না।

কুরআন অবতীর্ন হয়েছে সকল মানুষের হিদায়াতের জন্য। কিন্তু হেদায়াত লাভের প্রাথমিক শর্তাদি যদি মানুষ পূরণ করতে ব্যর্থ হয়, তবে তার পক্ষে হেদায়াত লাভ সম্ভব নয়। আল্লাহ মানুষকে তাই বলে দিয়েছেন কারা এর দ্বারা উপকৃত হতে পারবে। যারা হেদায়াত লাভে সক্ষম হন, তাদের পক্ষেই সম্ভব পরকালে মুক্তি ও নিস্কৃতি। মুত্তাকী হচ্ছেন তিনি যার পক্ষে সদা-সর্বদা আল্লাহর নির্দেশাবলী মেনে চলা সম্ভব। সকাল বেলা ঘুম থেকে জাগার পর এবং রাত্রে ঘুমাতে যাবার আগে প্রতিদিন ১৭/১৮ ঘন্টা সময়

www.amarboi.org

কর্মব্যস্ততার মধ্যে আমাদের কাটে। এই কর্মব্যস্ত জীবনে কোন মুহূর্তের জন্য আমাদের উচিত নয় আল্লাহর নাফরমানী করা।

নাফরমান কারা? যারা আল্লাহর ফরমান মানবেনা তারাই আল্লাহর নাফরমান হিসেবে চিহ্নিত হবেন। ফরমান হচ্ছে আল্লাহর আদেশ যা বিবৃত হয়েছে কুরআনে এবং নির্দেশিত হয়েছে মহানবী (দঃ) এর সুন্নাহর দ্বারা। একজন মানুষ যদি ইহকালে ও পরকালে মুক্তি পেতে চায়, তবে প্রথমে তাকে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করতে হবে। তাকে দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ "ইলাহ" নেই এবং মহানবী মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।

কালেমায়ে শাহাদাত পড়ার অর্থ যে আমি আল্লাহ ও রাসূলের স্বীকৃতি দিচ্ছি। এ শুধু মৌখিক স্বীকৃতি নয় এটি একটি অঙ্গীকারও বটে। আমরা যখন বলি "আল্লাহ ছাড়া কেউ উপাস্য নেই, মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর রাসূল", তখন কিন্তু আমরা একটি মজবুত অঙ্গীকার করি। সেই অঙ্গীকারটি হচ্ছে যে মহান আল্লাহর প্রদত্ত বিধি-বিধান এবং রাসূল (দঃ) প্রদর্শিত সুন্নাহ সমূহ হবে আমাদের চলার পথের একমাত্র দিক নির্দেশিকা। জীবনের চলার পথে, কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত কোন বিধান আমাদের জীবনে আমরা প্রয়োগ করবোনা ও মেনে নেবোনা। আমাদের উচিত কখনো এ অঙ্গীকার থেকে বিচ্যুত না হওয়া।

কুরআনকে নিজের জীবন-বিধান হিসেবে গ্রহণ করবার পর আমরা যদি সেই অঙ্গীকার থেকে বিচ্যুত হই, তবে নিশ্চয় মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে আমারা বঞ্চিত হব। সূরা আল বাকারায় মহান আল্লাহ বলেছেন,

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

"যারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, আল্লাহতায়ালা যা অবিচ্ছিন্ন রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীর বুকে অশান্তি সৃষ্টি করে। তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"

(সূরা বাকারা :২৭)

মহান আল্লাহ বিশ্বাসী মুসলমানদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন মানুষের সাথে সৃষ্টিকর্তার সম্পর্ক এবং মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক। আমরা যদি এই সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলি তবে পৃথিবীতে নেমে আসবে বিপর্যয়।

www.amarboi.org

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার অর্থ আল্লাহর আদেশ নির্দেশ না মেনে চলা। মহান আল্লাহকে আমরা প্রভূ ও উপাস্য হিসেবে মেনে নেওয়ার পর তাঁর নির্দেশ মত নিজেদের জীবন পরিচালনা করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। সেই সাথে সকল মানুষের হক বা অধিকার পূরণ করাও আমাদের দায়িত্ব। ব্যক্তি জীবনে, পারিবরিক জীবনে ও সামাজিক জীবনে মানুষের অধিকার যেন আমরা নষ্ট না করি তা অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহর হক পালন না করলে মহানুভব আল্লাহ আমাদের হয়তো মাফ করে দেবেন, কিন্তু বান্দাহর হক বিনষ্ট হলে, যার হক নষ্ট করা হয়েছে তার নিকট থেকে মাফ নেওয়া জরুরী। এটি করা না হলে শেষ বিচারের দিনে ঐ বান্দাহর পাপের বোঝা আমাদেরকে বহন করতে হবে।

আসুন আমরা লক্ষ্য করি নিজেদের কর্মকান্ডের প্রতি। জীবনে আমরা প্রতিদিন কতজনের হক নষ্ট করে চলেছি, তা ভেবে দেখেছি কি? পিতামাতার হক, প্রতিবেশীর হক, শ্রমিকের হক, পাওনাদারের হক, আমানতদারের হক, কর্মচারীর হক, মালিকের হক, এতিমের হক প্রতিপালনে আমরা পরিপূর্ণ দায়িত্ববান হতে পেরেছি কি? যদি না পারি তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিপুণ বিচারে আমাদের যা কিছু পূণ্য তা কি যথেষ্ট হবে পরিত্রাণের জন্য? আমাদের পক্ষে কি সম্ভব হবে সকল হকদারের পাওনা পরিশোধ করা?

আমাদের মধ্যে অনেকে সচেতন ভাবে বা অবচেতন ভাবে ক্রমাগত মানুষের হক নষ্ট করে থাকেন। মানুষের হক বা অধিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রত্যেক মানুষকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আমরা যদি মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে না পারি বা নিশ্চিত করতে না পারি, তবে আমরাই হব সবচাইতে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত। মহান আল্লাহ মানুষের হক আদায়ের জন্য আমাদেরকে তৌফিক দান করবেন এই প্রার্থনা করি। প্রার্থনা করার সাথে সাথে আমাদেরকে সচেষ্ট হতে হবে প্রত্যেকের হক পালনের জন্য। সমাজের প্রতিটি সদস্য যদি অন্যের হক সুচারুরূপে নিশ্চিত করতে পারে, তবে সেই সমাজে আর দুর্নীতি থাকবেনা। কারণ দুর্নীতির মাধ্যমেই মানুষের হক নষ্ট করা হয় সবচাইতে বেশী।

www.amarboi.org

বিভ্রান্তি হতে মুক্তি

দৈনন্দিন জীবনে পথ চলতে গিয়ে আমাদেরকে অনেক সমস্যার সম্মূখীন হতে হয়। সাধারণ দৃষ্টিতে এসব সমস্যাকে খুব সাধারণ ও ছোট সমস্যা মনে হলেও বাস্তবে সৎকাজ করতে যারা আগ্রহী তাদের জন্য সমস্যা গুলো অনেক বড় এবং অনেক বেশী মানসিক যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে পার্থিব সামান্য লাভের বিনিময়ে আমরা সত্যকে ও সততাকে বিসর্জন দিয়ে থাকি। আমাদের অনেকের ধারণা যে আমি নিজে সৎ থাকলেই হলো, অন্যরা যদি অসৎ হয়, তাতে আমার কিছু আসে যায়না। কেউ অন্যায় করছে, তবুও আমি চুপ থাকি এবং জেনেও না জানার ভান করি। কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও হয় যে অন্যের অসততার পক্ষে আমরা সাফাই গেয়ে থাকি। আমাদের এ ধরনের আচরণের পরেও আমরা নিজেরা নিজেদেরকে সৎ ভাবি এবং নিজেদেরকে সৎ বলে দাবি করি। এই বিপরীতমূখী আচরণ করবার সময় সম্ভবতঃ আমরা মহান আল্লাহর বাণী ভুলে যাই। কারণ আমরা হয়তো অনেকে মনে করি, কুরআনের বাণী তো শুধু পাঠ করার জন্য, নিজের জীবনে তা প্রয়োগের জন্যে নয়।

মহান আল্লাহর প্রতি যাদের বিশ্বাস আছে, তাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে কুরআনের বাণীসমূহ মহান আল্লাহ নাযিল করেছেন, মানুষের জন্য এবং সেইসব বাণীর মর্মার্থ উপলব্ধি করার জন্য। পবিত্র কুরআন তো মানুষের জন্য একটি হেদায়াত বা সঠিক উপদেশ বাণী। এটি কোন মানব রচিত কেতাব নয়। পবিত্র কুরআনের প্রতিটি বাক্য মানুষের জন্য নির্দেশনা। কুরআনের বাণী সমূহকে আমাদের সে ভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে এবং সেখান থেকে চলার পথে তা নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে হবে। মহান আল্লাহর বাণীকে আমরা সত্য বলে মনে করি; কিন্তু সেই সত্য যদি নিজেরা না মানি বা প্রতিষ্ঠা না করি তবে আমরা প্রকৃত ঈমানদার হিসেবে দাবি করতে পারি কি?

www.amarboi.org

মহান আল্লাহ যেদিন পৃথিবীতে প্রথম মানব মানবীকে প্রেরণ করলেন তখনই তিনি আশ্বস্ত করলেন তাদেরকে এই বলে যে পৃথিবীতে মানুষের নিকট হেদায়াত প্রেরণ করা হবে। তাঁর প্রেরিত সেই হেদায়াত পূর্ণাঙ্গ হয়ে এবং চূড়ান্ত হিসেবে প্রেরিত হয়েছে মহানবী (দ:) এর মাধ্যমে। পবিত্র গ্রন্থ কুরআন হচ্ছে সেই চূড়ান্ত "জীবন বিধান" সমগ্র মানুষ জাতির জন্য। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ- وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"আমি বললাম, তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে যাও। এরপর যখন আমার পক্ষ থেকে কোন হেদায়াত তোমাদের কাছে আসবে, তখন যারা সেই হেদায়াতের অনুসরণ করবে তাদের জন্য থাকবে না কোন ভয় দুঃখ বেদনা। আর যারা একে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাবে এবং আমার আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে তারা হবে দোযখের অধিবাসী, সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে।" (সূরা বাকারা : ৩৮-৩৯)।

মানুষকে মহান আল্লাহ পৃথিবীতে প্রেরণ করার সাথে সাথে পৃথিবীতে তাঁর নির্দেশাবলী মেনে চলার নির্দেশ দিলেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষকে বলা হয় পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি। প্রতিনিধির দায়িত্ব হচ্ছে মালিকের নির্দেশ মেনে চলা। আমাদেরও উচিত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলা। প্রতিনিধিত্বের এই দায়িত্ব পালন করা মানুষের জন্য একটি আবশ্যকীয় কাজ। আমাদের পক্ষে এই দায়িত্ব পালন করা অনেক ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ভাবে সম্ভব হয়না। ত্রুটি-বিচ্যুতি হতেই পারে। এর জন্য নিরাশ হওয়া অথবা হঠকারী মনোভাব পোষণ করা আমাদের জন্য মোটেই উচিত হবে না। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতে হবে এবং সঠিক ভাবে এ দায়িত্ব পালনের জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে। মহান আল্লাহ মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করবেন। এই বিশ্বাসকে দৃঢ় ভাবে গ্রহণ করে, ত্রুটি-বিচ্যুতি

www.amarboi.org

সমুহ সংশোধন করা প্রয়োজন। আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমুহ সংশোধন না করে যদি হটকারীর ভূমিকা পালন করি, তবুও মহান আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করবেন, এটা আশা করা যায় কি?

মানুষ, শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে, জীবনের চলার পথে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি করে ফেলে। এখন আমরা যদি মনে করি ত্রুটি সংশোধন করার প্রয়োজন নেই, তাহলে আমাদের পক্ষে আল্লাহর বিধান মানা হলোনা। প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনও হলোনা। আমাদের মধ্যে অনেকে হয়তো মনে করেন, পার্থিব জীবনের দায়-দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলার প্রয়োজন নেই। এই ধারণাটি কিন্তু সঠিক নয়। কারণ মহান আল্লাহ কুরআন নাযিল করেছেন, পরিপূর্ণ "জীবন বিধান" হিসেবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদের উচিত হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলা। পৃথিবীতে আমরা সৎ জীবনযাপন করবোনা অথচ আল্লাহ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এটি আশা করা যায় কি?

মানুষ যেহেতু আল্লাহর প্রতিনিধি, তাই তার উচিত নয় যে সে চলার পথ আল্লাহর নির্দেশের বিপরীতে নিজেই বেছে নেবে। অল্লাহর নির্দেশিত পথেই তার চলা উচিত। শুধু তাই নয়, পৃথিবীতেও প্রতিটি অফিস-আদালতে প্রতিটি পদের জন্য, প্রতিটি দায়িত্বের জন্য কিছু লিখিত বা অলিখিত নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয়। কোথাও অসততা অবলম্বনের জন্য কোন নিয়ম কানুন করা হয় না। কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় আমরা অনেক ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত ত্রুটি-বিচ্যুতি করি। যদিও ইচ্ছাকৃত ত্রুটি-বিচ্যুতি পার্থিব কোন আইনেও বৈধ নয়।

আমরা যতই চেষ্টা করি নানা ভাবে ত্রুটি-বিচ্যুতিসমুহ ঢেকে রাখতে; মিথ্যাকে কখনো সম্ভব হয়না ঢেকে রাখা। কোনটি সত্য এবং কোনটি মিথ্যা তা জানা সম্ভব প্রথমে নিজের পক্ষেই। যিনি ত্রুটি করেন, যিনি মিথ্যা দিয়ে, সত্যকে আবরণ দিতে চেষ্টা করেন, তিনিই জানেন কোনটি মিথ্যা এবং কোনটি সত্য। কখনো কখনো অন্যদের পক্ষেও অনুমান করা সম্ভব হয় কোথায় কোন ধরনের ত্রুটি হচ্ছে বা হতে পারে। কেউ যদি আমাদের ত্রুটি ধরিয়ে দেন বা তা সংশোধনের জন্য বলেন তবে তার প্রতি আমি কি কৃতজ্ঞ হবো না ?

www.amarboi.org

মানুষের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে সে নিজের ত্রুটির উপরই অবিচল থাকার চেষ্টা করে। এটি মিথ্যা দম্ভ, অহমিকা বা আহাম্মকি নয় কি? আমার ত্রুটি সম্পর্কে যদি আমাকে জানানো হয় এবং সে ত্রুটি যদি সংশোধন করার জন্য বলা হয় সেটি কি আমার নিজের জন্য মঙ্গলজনক নয়? আমরা হয়তো সবই বুঝি, কিন্তু সেই সাথে নিজের জেদ, নিজের ক্ষমতাকেই বড় করে দেখি। যখন আমরা জানি যে আমাদের ত্রুটির পক্ষে, অন্যায়ের পক্ষে অসততার পক্ষে সমর্থন করবার মত পৃথিবীতে সহচর আছে, তখন আমরা হয়তো আল্লাহর শাস্তির কথা ভুলে যাই। অন্যায়কে বা মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আরো বেশী তৎপর হয়ে পড়ি। আমরা অন্যায়ের প্রশ্রয়কারীকে শ্রদ্ধা করি, আর যারা অন্যায়ের পথে বাধা দিতে চেষ্টা করে, তাদেরকে অশ্রদ্ধা করি। করুণা করি তাদের অক্ষমতার এবং আরো বেপরোয়া হয়ে যাই। আমাদের চক্ষুলজ্জা, ভয় ভীতি কিছুই থাকেনা।

শয়তানের প্ররোচনা আমার নিকট সুশোভন হয়ে ধরা পড়ে। আমাদের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ফলে আমরা আল্লহর ভয় করিনা, আমরা পার্থিব প্রভূদের ভয় করি। যখন বুঝতে পারি যে আমার অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়ার মত মানুষ আছে তখন মিথ্যা দিয়ে সত্যকে ঢেকে রাখতে আমরা কুণ্ঠিত নই। অথচ পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ- وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"আমি যা নাযিল করেছি তার উপর ঈমান আনো। তোমাদের কাছে পূর্বের যে কিতাব রয়েছে এটি তার সত্যতা সমর্থনকারী। কাজেই সবার আগে তোমরাই এর অস্বীকারকারী হয়োনা। সামান্য দামে আমার বাণী বিক্রি করোনা। তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর। মিথ্যার রঙ্গে রাঙ্গিয়ে সত্যকে সন্দেহযুক্ত করোনা এবং জেনে বুঝে সত্যকে গোপন করার চেষ্টা করোনা।" (সূরা বাকারা ঃ ৪১-৪২)

www.amarboi.org

কুরআনের এই বাণীটিতে বনী-ইসরাইলদের সম্বোধন করা হলেও মহা নবীর উম্মতদের জন্য তথা সমগ্র মানব-জাতির জন্য এই বাণী সতর্ককারী নির্দেশিকা। অতীতে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ যে সব ভুল বা ত্রুটি-বিচ্যুতি করতো, ইসলাম ধর্মের অনুসারীরা যেন সে ধরনের ভুল না করে এবং মিথ্যার আবরণ দিয়ে সত্যকে সন্দেহযুক্ত না করে ফেলে সে জন্য মহান আল্লাহ জেনে-শুনে সত্যকে গোপন করার চেষ্টা করতে নিষেধ করেছেন। মহান আল্লাহ সামান্য দামে কুরআনের বাণীকে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। এখানে সামান্য দাম বলতে দুনিয়ার স্বার্থ ও লাভকে বোঝানো হয়েছে বলে কুরআনের ব্যাখ্যাকারীগণ মত দিয়েছেন।

কুরআনের বাণীকে অস্বীকার করে আমরা যদি মিথ্যা দিয়ে সত্যকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করি তবে নিশ্চয় তা করি পর্থিব সামান্য কিছু লাভের জন্য। এই লাভ শুধু আর্থিক লাভ নাও হতে পারে। কেউ কেউ এটি করতে পারেন নিজের সাময়িক সুবিধা লাভের জন্য, কাউকে আর্থিক লাভ দেবার জন্য, কারো শ্রদ্ধা বা কৃতজ্ঞতা অর্জনের জন্য অথবা স্রেফ স্তাবক হয়ে ফায়দা হাসিল করার জন্য। এ সবগুলোই কিন্তু পার্থিব লাভ। এই লাভ কত সামান্য ও নগণ্য তা বুঝবার মতো ক্ষমতাও আমাদের কি নেই? মহান আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে আমরা একদিকে যেমন তার অসন্তুষ্টি অর্জন করছি তেমনি অনন্তকালের আযাব ভোগ করবার জন্য আমরা নিজেদেরকে প্রস্তুত করি। এজন্য মহান আল্লাহ সত্য মিথ্যা মিশিয়ে কুহেলিকা সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছেন। এ ধরনের কুহেলিকা সৃষ্টির দ্বারা আমরা শুধু নিজেদের জন্য পাপ অর্জন করছিনা অন্যদেরকেও বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করি।

শয়তান আমাদেরকে পাপের অনুপ্রেরণা দেয় এবং শয়তানের অনুপ্রেরণায় আমরা অনেককে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করি, সত্যকে মিথ্যার আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখার চেষ্টা করি। এখানে আমরা নিজেরাই শয়তানের ভূমিকায় অবতীর্ন হই এবং পাপের বোঝা বাড়াতে থাকি। মানুষের এ ধরনের আচরণের দ্বারা সে যেন নিজে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, এবং অন্যের ক্ষতি না করে; তাই আল্লাহ সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, "আমার আযাব থেকে আত্মরক্ষা করো।" আমাদের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি-বিচ্যুতি

www.amarboi.org

সংশোধন করার মধ্য দিয়েই আমরা আল্লাহর গযব থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারি।

মানুষ ভুল করার পরেও যদি মিথ্যা দিয়ে সত্যকে ঢেকে রাখতে সচেষ্ট হয়, তখন সে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী নয় বা পরিপূর্ণ অনুগত নয় এটি ধরে নিতে হয়। এর সহজ অর্থ হচ্ছে যে মানুষ অখিরাতে বিশ্বাসী হলে এবং পরকালের অযাবের প্রতি বিশ্বাসী হলে তার পক্ষে জেনে, শুনে বুঝে মিথ্যা দিয়ে সত্যকে ঢেকে রাখা সম্ভব হয়না। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তাই বলেছেন,

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ

"আর ভয় করো সেই দিনকে যেদিন কেউ কারো সামান্যতমও কাজে লাগবেনা, কারো পক্ষ থেকে সুপারিশ গৃহীত হবেনা, বিনিময় নিয়ে কাউকে ছেড়ে দেওয়া হবেনা এবং অপরাধীরা কোথাও থেকে সাহায্য লাভ করতে পারবেনা।" (সূরা বাকারা : ৪৮)।

এই পৃথিবীতে আমাদের অনেক স্তাবক থাকতে পারে, অনেক সাহায্যকারী থাকতে পারে, থাকতে পারে সুপারিশকারী ও প্রেরণাদানকারী। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে বা যাদের খুশী করার জন্য আমরা মিথ্যা দিয়ে সত্যকে ঢেকে রাখতে সচেষ্ট হই, তাদের কেউ আমাদেরকে পরকালের আযাব থেকে বাঁচাতে সক্ষম হবে কি? যদি এটিই সত্য হয়, তবে কেন আমরা সামান্য পার্থিব লাভ বা সুবিধার জন্য মিথ্যা দিয়ে সত্যকে ঢেকে রাখব?

জীবনের আয়ু অতি সীমিত। এই সীমিত কালের মধ্যে আমাদের পক্ষে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার এবং মিথ্যাকে দুরীভূত করার সুযোগ সব সময় আছে। আসুন আমরা লক্ষ্য করি নিজেদের দিকে। নিজের চারপাশের পরিবেশের দিকে। প্রতিনিয়ত আমাদের সামনে ঘটে যাচ্ছে কত অন্যায়, কত অনিয়ম, কত বঞ্চনা, কত প্রতারণা! এসব অন্যায়-অনিয়মকে প্রতিরোধ করবার জন্য নিজের বিবেক কি আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করছে? মহান আল্লাহর দেওয়া বিবেক, বুদ্ধি-বিবেচনা কি মরে গেছে? না আমরা

www.amarboi.org

নিজেরাই পার্থিব সামান্য লাভের জন্য নিজেদেরকে অবদমিত করে রাখছি? কিন্তু কতদিন পারবো আমরা নিজেদের বিবেকের কাছে নিজেকে পরাজিত করতে? জবাবদিহিতার চেতনা কেন আমাদেরকে উজ্জিবীত করছেনা? পার্থিব সামান্য লাভের আশায় অন্যায়ের প্রশ্রয় দিয়ে আমরা কি পারব মহান আল্লাহর কঠিন আযাব থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে?

বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি লাভের দ্বারাই সম্ভব নিজেকে জানা, নিজেকে চেনা এবং কুরআনের আলোয় নিজেকে গড়া।

www.amarboi.org

কুরআনের আলোয় নিজেকে চেনা

মহাগ্রন্থ আল কুরআন সম্পর্কে আমাদের অনেকের জানার আগ্রহ আছে। আমরা অনেকে চাই কুরআনকে প্রকৃতভাবে জেনে, বুঝে তার মহিমা উপলব্ধি করতে। কিন্তু নিয়মিত কুরআন পাঠ করে তা উপলব্ধি করা আমাদের অনেকের পক্ষে সম্ভব হয়না। আমরা আশা করি জ্ঞানের এ বিশাল ভান্ডার থেকে মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে কোন না কোন সময় সমগ্র কুরআনের বিস্তারিত বিষয় সমুহ বুঝবার তৌফিক দিবেন। ইসলাম ধর্মের প্রতিটি অনুসারীর উচিত কুরআনকে হৃদয়ে ধারণ করা এবং কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন পরিচালিত করা। জীবনকে কুরআন অনুসারে গঠন ও পরিচালনার জন্য একটি মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন। আমাদের মানসিক পস্তুতি গঠনের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে আল-কুরআনের সামগ্রিক বিষয়কে ধারাবাহিক ভাবে বুঝবার চেষ্টা করার জন্যই কুরআনের নির্যাস ও মর্মবাণী বুঝার ও জানার চেষ্ঠা করা উচিত।

পরম দয়ালু ও করুনাময়ের নামে কুরআনের বক্তব্য শুরু করা হয়েছে। কেন তিনি দয়ালু ও করুণাময়? নিজেই আমরা ভাবি না কেন নিজের সম্পর্কে? তাহলেই হয়তো আমরা পেয়ে যাব মহান আল্লাহর কত দয়া ও করুণা আমাদের প্রতি। সমগ্র সৃষ্টি জগতের অজস্র সৃষ্টির মধ্যে মানুষকে সব চাইতে শ্রেষ্ঠ হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষ সৃষ্টিকর্তার এক অনুপম অনন্য সৃষ্টি। যে মহান সৃষ্টিকর্তা মানুষকে শক্তি, বুদ্ধি ও জ্ঞান দিয়ে প্রেরণ করলেন এই জগতে, তিনি কত মেহেরবান ও দয়াময়! অতএব কুরআন মানুষকে বলছে সে যেন সমস্ত বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞ হয় এবং মহান আল্লাহর প্রশংসা করে। মহান আল্লাহর নাম নিয়ে যেন সে সকল কাজ শুরু করে। প্রতি মুহূর্ত আমরা বেঁচে আছি তার দয়ায়। তার করুণায় আমরা পৃথিবীর রূপ- রস-গন্ধ অনুভব করি। অতএব প্রতি মুহূর্ত আমাদের হৃদয়ে যেন অনুরণন হতে থাকে শুধু তার নাম।

www.amarboi.org

সমগ্র সৃষ্টি জগতের যে বিশালত্ব, যে বিজ্ঞানময় মহাবিশ্ব সে সব নিয়ে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে মানুষের মন আপনাআপনি শ্রদ্ধাবনত না হয়ে পারেনা। মানবদেহের জটিল গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলেই মানুষ বুঝতে সক্ষম হবে যে কত নিখুঁত ভাবে তাকে তৈরি করা হয়েছে। আমাদের মস্তিস্কে রয়েছে প্রায় ১০০ বিলিয়ন ব্রেইন সেল্। মানুষের মস্তিস্কের ব্রেইন সেল ব্যবহার হয় মৃত্যু পর্যন্ত অতি ক্ষুদ্রাংশ। প্রতিদিন প্রায় এক লক্ষ ব্রেইন সেল নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। কিন্তু এর পরেও সারা জীবনে আমাদের মস্তিষ্কের অসংখ্য ব্রেইন সেল অব্যবহৃত রয়ে যায়। অর্থাৎ মানুষ তার মেধা শক্তির খুব কমই ব্যবহার করতে পারে। আমাদের সমগ্র শরীরে রয়েছে প্রায় ৫০ ট্রিলিয়ন সেল। এর মধ্যে রক্তে রয়েছে প্রায় তিন হাজার কোটি লোহিত কণিকা এবং প্রায় এক লক্ষ কোটি শ্বেত কণিকা। লোহিত কণিকা সমুহ ১২০ দিনের বেশী সক্রিয় থাকেনা তাই প্রতি সেকেন্ডে জন্ম নেয় লক্ষ লক্ষ লোহিত কণিকা। আমাদের শরীরে রয়েছে ৪/৫ লিটার রক্ত। প্রতিনিয়ত হার্ট এই রক্ত পাম্প করে চলে অবিরত।

আমরা যদি চিন্তা করি নিজেদের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিষয়ে, তবে লক্ষ্য করব যে প্রতিটি অঙ্গ কি ভাবে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে মস্তিস্কের নির্দেশনায় কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের চলা, বলা, শোনা, দেখা, হাসি, কান্না, ব্যাথা, অনুভূতি, শিহরণ এসব কিছুই ঘটে মহান সৃষ্টিকর্তার নিখুঁত পরিকল্পনায়। প্রতিটি সেল, মানুষকে সুস্থ, সবল ও বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী হিসেবে বাঁচিয়ে রাখে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। তারপর মানুষের দেহ থেকে আত্মার বিচ্ছেদ ঘটে। আত্মা অপেক্ষা করে কারণ, পরপারে মহান সৃষ্টিকর্তা তাকে আবার নতুন এক জগতের সন্ধান দেবেন। পরকালের অনন্ত জীবনে মানুষের কি পরিণতি হবে তা নির্ধারণ করা হবে এক মহা বিচারের দিনে। সেদিনের নিখুঁত বিচার করবেন আমাদেরকে যিনি এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন সেই মহান আল্লাহ তায়ালা। অতএব মানুষ যেন সেই বিচার দিনের মাহান প্রভূর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে এবং তার নির্দেশমত জীবন পরিচালনা করে।

ইসলাম ধর্মের অনুসারী হিসেবে আমাদের উচিত মহাগ্রন্থ কুরআনের বাণী সমুহ নিজেদের হৃদয়ে ধারণ করে সেই বাণী সমুহের অনুসরণে নিজের

www.amarboi.org

জীবন পরিচালনার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা। আমরা প্রত্যেকে যদি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করি এবং সত্য ও সুন্দরকে খুঁজে পাই, সেই সত্য ও সুন্দরকে গ্রহণ করি, সত্য ও সুন্দরের পথে জীবন পরিচালনা করি এবং পরকালের চূড়ান্ত সফলতার জন্য অনবরত চেষ্টা করতে থাকি, তবে আমাদের জন্য ইহকাল ও পরকাল হবে শান্তিময়। আমরা সবাই শান্তির কথা বলি, শান্তির জন্য পেরেশান হই, কিন্তু শান্তির ধর্ম ইসলামের অবিনশ্বর মৌলিক যে গ্রন্থ তা অন্তরে ধারণ করার শক্তি ও অগ্রহ আমাদের নেই বললেই চলে। ধর্মের ব্যাপারে আমাদের উদাসীনতা সত্যিই বেদনাদায়ক।

পদে পদে আমাদের ভুল হতে পারে, কিন্তু ভুলকে আঁকড়ে ধরবোনা বরং ভুল থেকে আমরা শিক্ষা নেব। পাপ থেকে ফিরে আসব। পাপ থেকে ফিরে আসার জন্য কঠোর সাধনা করা প্রয়োজন। কঠোর সাধনার জন্য প্রয়োজন প্রবল ইচ্ছা শক্তি। লক্ষ্য ও সংকল্প যদি দৃঢ় থাকে, সফলতা সেখানে আসবেই। কখন, কিভাবে মহান আল্লাহর সাহায্য আসবে তা আমাদের পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব নয়। শুধু বিশ্বাস রাখতে হবে মহান আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই আসবে। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ তায়ালার সাহায্যের প্রত্যাশায় আমরা হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবো।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আন্যায়ের বিরুদ্ধে, অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করার মানসিকতা আমাদের গড়ে তুলতে হবে। কুরআন মানুষকে মানসিক শক্তি জোগাতে সাহায্য করে। অন্য ভাবে বলা যায় যে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন হচ্ছে সেই গ্রন্থ যা মানুষকে শক্তি ও সাহস যোগায়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে অনুপ্রাণিত করে। আমরা যদি অন্যায়ের সাথে আপোষ করে জীবন পরিচালিত করি তবে বুঝতে হবে কুরআনের মর্মবাণী পরিপূর্ণভাবে আমরা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছি। আমি কতটা সফল বা ব্যর্থ তা নিজেই পরিমাপ করতে সক্ষম। এ কারণেই কুরআনে বার বার মানুষকে প্রশ্ন করা হয়েছে। মানুষের বিবেককে জাগিয়ে তোলার জন্য তার বুদ্ধিবৃত্তিকে উজ্জীবিত ও উন্মোচিত করতে বলা হয়েছে। জ্ঞান অর্জনের জন্য সৃষ্টি সম্পর্কে এবং এর পরিণতি সম্পর্কে বার বার দৃষ্টি প্রসারিত করার জন্য বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যারা জানে এবং যারা জানেনা তারা

www.amarboi.org

সমান নয়। জ্ঞান অর্জন করে প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করে নিজের জীবনকে পরিচালিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তিকে শাণিত করার জন্য ইতিহাসের অনেক ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষের পরিণতি ও জবাবদিহিতার কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ সবই করা হয়েছে মানুষকে সৎ পথ প্রদর্শনের জন্য এবং নিজেকে চেনার জন্য। মানুষের উচিত কুরআনের আলোয় নিজেকে যাচাই করা এবং নিজেকে চেনা।

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাল্লাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন,

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ - كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

'যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং যারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়, আমি কি তাদেরকে সমান গণ্য করব? আমি কি মুত্তাকীদেরকে অপরাধীদের সমান গণ্য করব? এটি কল্যাণময় কিতাব যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহের প্রতি লক্ষ্য করে এবং জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে'। (সূরা সাদঃ ২৮,২৯)

এভাবে স্পষ্ট করে পবিত্র কুরআনে মানুষের প্রতি আহবান জানানো হয়েছে যেন তারা কুরআনের বাণীসমূহ উপলব্ধি করে, এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

দৈনন্দিন কর্মজীবনে ইসলামের তথা কুরআনের মর্মবাণী উপলব্ধি না করার ফলে নানা ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি হয়ে থাকে। বেইনসাফী ও দুর্নীতির মূল কারণ কুরআনের বাণী সমূহের প্রতি অবজ্ঞা, অবহেলা বা অজ্ঞতা। ন্যায়, সততা ও সুশাসন প্রয়োগে আমাদের ব্যর্থতার মূল কারণ কুরআনের বাণীসমূহের অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে আমাদের চরম অজ্ঞতা কিংবা অনীহা। নিজের অজ্ঞতা ও অনীহাকে দূর করে কুরআনের একনিষ্ঠ পাঠক হওয়া আমাদের জন্য জরুরী।

www.amarboi.org

কুরআনের যারা একনিষ্ঠ পাঠক, তারা অনেকেই উপলব্ধি করেন যে কুরআন পাঠকের সাথে কথা বলে। মানুষের হতাশা, বেদনা ও দুঃখের সময় কুরআন মানুষের জন্য অফুরন্ত শক্তি হিসেবে কাজ করে। পাঠক উপলব্ধি করতে থাকেন যে কুরআনের বাণীসমুহ যেন তাকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে। তার মনের গভীরে যে জিজ্ঞাসা, যে স্বপ্ন লুকিয়ে আছে কুরআন যেন সেই সব, জিজ্ঞাসার জবাব ও বাস্তবায়নের পথ প্রদর্শক। মহান আল্লাহ প্রকৃত বিশ্বাসীদের সব প্রশ্নের জবাব কুরআনে লিপিবদ্ধ করেছেন। মানুষকে দেখিয়েছেন সহজ, সরল ও সঠিক সেই পথ। আমাদের তাই উচিত কুরআনের আলোয় নিজেকে দেখা এবং সবাইকে পথ দেখানো।

কাজী মোঃ মোরতুজা আলী রাজশাহী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবস্থাপনা ও আইন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ও স্নাতক ডিগ্রী অর্জনের পর পেশাগত জীবন শুরু করেন সাংবাদিকতার মাধ্যমে। ১৯৭০ সালে হাবিব ব্যাংকের জুনিয়র অফিসার এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের বাণিজ্যিক কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করে এর মহা-ব্যবস্থাপকের পদে অধিষ্ঠিত হন। জনাব মোরতুজা আলী দীর্ঘ সাত বছর বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমীর প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব পালন শেষে ২০০২ সাল থেকে বাংলাদেশে ইসলামী জীবনবীমার পথিকৃৎ হিসেবে পরিচিত প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

তিনি বাংলাদেশের ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরোর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও ফেলো। জনাব মোরতুজা আলী নরওয়েজিয়ান শিপিং একাডেমীর (অসলো) ফেলো এবং চার্টার্ড ইন্স্যুরেন্স ইনিষ্টিটিউট (লন্ডন) এর এসোসিয়েট (এসিসিআই)। তিনি বাংলাদেশ সোসাইটি ফর ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট (বিএসটিডি) এর আজীবন সদস্য এবং ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর সদস্য। বহু প্রতিভার অধিকারী জনাব মোরতুজা আলী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সাথেও সক্রিয়ভাবে জড়িত রয়েছেন। তিনি 'স্বদেশ সংস্কৃতি সংসদ' এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন এবং বর্তমানে 'সেন্টার ফর ন্যাশনাল কালচার' এর একজন ট্রাস্টী। বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ বিভিন্ন মিডিয়ার 'টক শো' সমূহে তার নিয়মিত উপস্থাপনা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

তার রচিত ইসলাম, ইসলামী দর্শন এবং ইসলামী বীমা সম্পর্কিত অসংখ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ দেশী-বিদেশী বিভিন্ন জার্নাল, পত্রিকা এবং সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে বিভিন্ন সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে তিনি নিয়মিত অংশগ্রহণ করে দেশী-বিদেশী বহু 'স্বীকৃতি' ও 'সম্মাননা' অর্জন করেছেন।

পেশাগত জীবনে একজন বীমাবিদ হলেও তিনি ইসলামী জীবন দর্শন ও চিন্তা চেতনার একনিষ্ঠ সেবক হতে আগ্রহী। একজন ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে তার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বই প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে- 'বিশ্বাস ও আত্মউন্নয়ন', 'কুরআনের আলোয় আলোকিত মানুষ', 'Introduction to Islamic Insurance', 'ইসলামী জীবনবীমা: বর্তমান প্রেক্ষিত', 'ইসলামী বীমা: পরিচিতি ও প্রেক্ষাপট' প্রভৃতি বইগুলো ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে।

Estd-1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি.

চট্টগ্রাম - ঢাকা